সিরিয়ায় মসজিদে পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু

সারে-জমিন

গোসাবায় বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, অসহায় মানুষ

রূপসী বাংলা

'হিন্দুবাদী' ও 'ইসলামি' দুটি দেশের সম্পর্কের রসায়ন

সম্পাদকীয়

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার এক আদর্শবাদী রাজা হাম্মুরাবি

রবি-আসর

১৪ মাস পর ভারতীয় দলে ফিরলেন শামি

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১২ জানুয়ারি, ২০২৫
২৭ পৌষ ১৪৩১
১০ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 12 ■ Daily APONZONE ■ 12 January 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

হজ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করতে সৌদি সফরে রিজিজু

আপনজন ডেস্ক: সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শনিবার ২০২৫ সালের হজ যাত্রার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সৌদি আরবে পাঁচ দিনের সফর শুরু করেছেন, যেখানে ভারত ১০,০০০ তীর্থযাত্রীর জন্য অতিরিক্ত কোটা চাইছে। সোমবার সৌদি আরবের মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল রাবিয়ার সঙ্গে বৈঠকে দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
রিজিজু বলেন, হজ ২০২৫ নিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর এবং আমাদের দুই মহান দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে আমি সৌদি আরব সফরের অপেক্ষায় রয়েছি। রিজিজু সৌদি পরিবহন ও লজিস্টিক সার্ভিসেস মন্ত্রী সালেহ আল জাসেরের সাথেও সাক্ষাত করবেন এবং তার সাথে হজ ফ্লাইট পরিচালনা এবং তীর্থযাত্রা সম্পর্কিত বাস ও ট্রেন পরিষেবা নিয়ে আলোচনা করবেন। রিজিজু ভারতীয় হজযাত্রীদের দ্বারা ব্যবহৃত জেদ্দা হজ টার্মিনালও পরিদর্শন করবেন, যেখানে সরকার সুবিধার জন্য একটি অফিস স্পেস উৎসর্গ করেছে। কিছু ভারতীয় তীর্থযাত্রী ট্রানজিটের জন্য জেদ্দা বিমানবন্দর টার্মিনাল ওয়ান ব্যবহার করেন, যেখানে উচ্চ গতির রেল পরিষেবাও রয়েছে।
২০২৫ সালের জন্য ভারতের হজ কোটা সৌদি আরব ১,৭৫,০২৫ জন নির্ধারণ করেছে এবং সরকার এই বছরের তীর্থযাত্রার জন্য অতিরিক্ত ১০,০০০ কোটা চাইছে। রিজিজু মদিনা সফর করবেন, যেখানে তিনি কুবা ও কুবলাতাইন মসজিদ পরিদর্শন করবেন। সফরকালে তিনি বাদশাহ সালমানের উপদেষ্টা প্রিন্স খালিদ আল ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ আল সৌদ, মক্কা অঞ্চলের গভর্নর ও কেন্দ্রীয় হজ কমিটির চেয়ারম্যান এবং মদিনার গভর্নর প্রিন্স সালমান বিন সুলতান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন। উল্লেখ্য, ভারতের জন্য বরাদ্দকৃত মোট হজযাত্রী কোটার ৭০ শতাংশ ভারতের হজ কমিটি পরিচালনা করবে ও বাকি ৩০ শতাংশ বেসরকারি হজ পরিবহণ সংস্থার জন্য বরাদ্দ করা হবে। ২০২৪ সালে হজ কমিটি ৮০ শতাংশ এবং বেসরকারি হজ পরিবহণ সংস্থা ২০ শতাংশ কোটা পেয়েছিল।

মণিপুরে জঙ্গি সংগঠনকে বিজেপি ৬.২৭ কোটি টাকা দিয়েছে: কংগ্রেস

আপনজন ডেস্ক: শনিবার কংগ্রেস অভিযোগ করেছে মণিপুরের বিজেপি সরকার গত বছরের জুলাই মাসে কুকি জো জঙ্গি সংগঠনকে ৬.২৭ কোটি টাকা দিয়েছিল। মণিপুর কংগ্রেসের সভাপতি কেইশাম মেঘাচন্দ্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন, সাসপেনশন অফ অপারেশনস (এসওও) চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হামার পিপলস কনভেনশনকে (গণতান্ত্রিক) এই অর্থ দেওয়া হয়েছিল, যদিও রাজ্য সরকার ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই চুক্তি থেকে সরে এসেছিল।
২০১৩ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকাকালীন এইচপিসি-ডি মণিপুর সরকারের সঙ্গে এসওও চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে উল্লিখিত শর্ত অনুযায়ী, এইচপিসি-ডি জওয়ানদের আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া রাজ্যের যে কোনও জায়গায় অবাধে চলাফেরার অনুমতি দেওয়া হবে। নিরাপত্তা বাহিনী এসওওর শর্তাবলী লঙ্ঘন না করলে তার সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযান চালাবে না। মেঘচন্দ্র বলেন, রাজ্য সরকার ২০২৪ সালের জুলাই মাসে হামার পিপলস কনভেনশনকে (গণতান্ত্রিক) একটি চেকের মাধ্যমে ৬.২৭ কোটি টাকা দিয়েছিল, যদিও রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছিল যে তারা এসওও থেকে সরে এসেছে। এর আগে রাজ্য মন্ত্রিসভায় সাসপেনশন অফ

অপারেশন থেকে সরে আসার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আবার ২০২৪ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি মণিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাছে কুকি জো জঙ্গিদের নিয়ে এসওও বাতিল করার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এসওও থেকে টাকা তুললেও যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের নয়, রাজ্য সরকারের। মেঘাচন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, যখন 'এতগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটছে' তখন কেন এই গোষ্ঠীটিকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ দেওয়া হল। মণিপুর কুকি ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সহিংসতায় কেঁপে উঠেছে, যার ফলে ২০২৩ সালের মে মাস থেকে ২৫০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে।
এর আগে কংগ্রেস ২০২২ সালে এসওও স্বাক্ষরকারী গোষ্ঠীগুলিকে নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে ২৭.৩৮ কোটি টাকা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিল। মেঘাচন্দ্র বলেন, সিএজি বিষয়টি তদন্ত করছে। মেঘাচন্দ্রের অভিযোগ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। মেঘচন্দ্র সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে গোয়েন্দা ব্যর্থতা এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়াকে পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছিলেন। তবে সম্প্রতি বিজয় দিবস উদযাপনের সময় বীরেন সিং দাবি করেছেন যে গত ১৫ মাস ধরে তিনি গোয়েন্দা রিপোর্ট পাননি। তার কাছে যদি গোয়েন্দা রিপোর্ট না পৌঁছায়, তার দায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের বলে মেঘচন্দ্র সিং প্রশ্ন তোলেন। এজেন্সিগুলি কেন্দ্রকে ভুল তথ্য সরবরাহ করছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে অসঙ্গতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেস নেতা।

হরিয়ানায় অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যক্রম পর্যন্ত ভগবত গীতা আবশ্যিক হচ্ছে

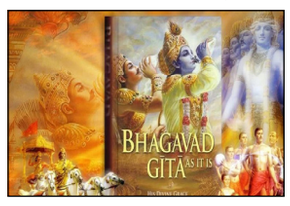

আপনজন ডেস্ক: হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নবাব সিং সাইনি শনিবার সে রাজ্যের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রেখে সমস্ত স্কুলে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে ভগবত গীতা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। এর জন্য বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের ঘাটতি মোকাবেলায় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কোনও স্কুলে শিক্ষকের অভাব হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা, স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সাইনি নির্দেশ দিয়েছেন, শিক্ষক শিক্ষকের ঘাটতি মেটাতে স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের বন্দোবস্তকে যৌক্তিক করে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, হরিয়ানায় শিক্ষকের অভাব নেই, বরং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুসারে শিক্ষকদের বরাদ্দ সমন্বয় করা উচিত।

পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ: শোভনদেব

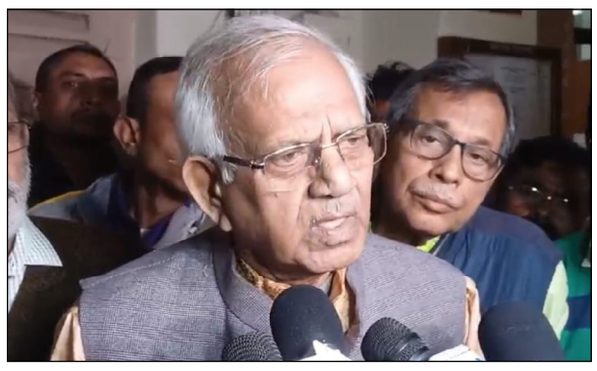

আপনজন ডেস্ক:বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করছে বলে মারাত্মক অভিযোগ করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতা পৌর সংস্থায় একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠানে এসে এই অভিযোগ করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূলের শ্রমিক নেতা ও মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইউনুস সরকার নিজেই একটা ভালো জায়গায় নেই। তারা তাদের দেশের মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। তাদের অনাস্থার মুখ ঘোরানোর জন্য তারা উগ্রপন্থীদের দিয়ে উস্কানি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের সীমায় যদি আমরা কাঁটা তাঁরের বেড়া দিই তাদের কি? আমরা তো তাদের জমিতে গিয়ে তো কিছু করছি না। এদিন তিনি অভিযোগ করে বলেন যে বাংলাদেশের ঘটনায় কিছু কিছু দেশের ইন্ধন আছে বলে আমার মনে হয়। তার দাবি বাংলাদেশের ঘটনায় ভারত সরকারকে আরো পজিটিভ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। একেবারে নীরবতা পালন করে ভারতবর্ষের সরকার দেশের মানুষের মনের মধ্যে একটা আঘাত আনছে। বিশেষ করে বাংলার মানুষের মনে একটা আঘাত আসছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী। তার দাবি একটা অ্যাকশন থাকা উচিত। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ আছে। যেখানে যাওয়ার সুযোগ আছে। তার অভিযোগ আসলে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের একটা অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই ধরনের রাস্তা বেছে নিচ্ছে। তাদের দেশে খাওয়া দাওয়া সহ যাবতীয় বিষয়ের একটা ক্রাইসিস চলছে।
তাই তাদের দেশের মানুষের এই সংকটের পরিস্থিতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত কাজ করছে বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম নজর

লালগোলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লালগোলায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই যুবকের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতদের নাম মনিরুল চৌধুরী (২০) ও রবিউল ইসলাম (১৮)। মনিরুল এর বাড়ি লালগোলা থানার চুয়াপুকুর এলাকায়। রবিউলের বাড়ি সিসা রমজানপুর হলেও চুয়াপুকুরে মামার বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত সে। রাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল রবিউল। রবিউলের মামার বাড়ি এবং মনিরুলের বাড়ি চুয়াপুকুর গ্রামে পাশাপাশি ছিল। রবিউলের মামা ইয়াদুল ইসলাম বলেন, 'শুক্রবার সন্ধ্যায় লালগোলা কলেজে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। সেই অনুষ্ঠান দেখে মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় দেওয়ানসরাই নিমতলা মোড়ে এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাঁচা বাড়ির দেওয়ালে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে ফোন মারফত খবর পেয়েছিলাম।' ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে কৃষ্ণপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

ডালখোলায় সিপিএমের সভায় সেলিম

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে শনিবার সিপিআই(এম)-এর ২৪তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র, সম্প্রীতি ও ঐক্য রক্ষার আহ্বান জানিয়ে এক বিশাল জনসভা আয়োজন করা হয়। সমাবেশে কৃষি ফসলের এমএসপি আইন কার্যকর, ঋণ মুকুব, চারটি শ্রম কোড বাতিল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সুরক্ষার দাবি ওঠে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, খেতমজুরদের জন্য বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকার মজুরি নিশ্চিত করার দাবিও তোলা হয়। নারী নিরাপত্তা ও খুন-ধর্ষণের বিচারের বিষয়েও গুরুত্বারোপ করা হয়। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ সেলিম কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা ও তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। মানুষের স্বার্থে লড়াই অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন।

অবৈধ নির্মাণ রুখে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও পুলিশ অফিসার

আসিফ রনি ● জঙ্গিপুর

আপনজন: অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বিল্ডিং এর কাজ বন্ধ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও দাবাং পুলিশ অফিসার। ভেঙে ফেললেন অবৈধ নির্মাণ। ঘটনায় খুশি এলাকার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা কে উপেক্ষা করেই বহু প্রাচীন কূপের উপরেই রাতারাতি গড়ে উঠেছিল অবৈধ বিল্ডিং নির্মাণের অভিযোগ । যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয় জনমানসে। সে চিত্র তুলে ধরেন সংবাদমাধ্যম। তারপরে কার্যত নড়ে চড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। বেআইনি ও অবৈধ ভাবে বিল্ডিং নির্মাণের কাজ পুরোপুরি ভাবে রুখে দিলেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী আখরুজ্জামান ও জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি। জানা গেছে, রঘুনাথগঞ্জ ৫৯ নম্বর বিধানসভার তেঘরি ও শেখালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বহু প্রাচীন একটি কূপ রয়েছে আর সেই কুপে বিভিন্ন সময় স্থানীয় সহ দূরদূরান্ত থেকে আগত ফুটবল ও ক্রিকেট প্রেমীরা সেই কূপে বা মাঠের মধ্যে ক্রিকেট ও ফুটবল প্র্যাকটিস করে থাকেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার কিছু মাফিয়া তারা নিজস্ব ক্ষমতার জোরে অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ করছিলেন সেই কূপের উপরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি। বন্ধ করেন অবৈধ নির্মাণ।বিদ্যুৎ মন্ত্রী আখরুজ্জামান জানান, স্থানীয় সূত্র মারফত আমার কাছে অভিযোগ আসে ,তবে আমি কলকাতায় বিশেষ কাজে থাকায় স্বশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে পারিনি। তবে এই অভিযোগ শোনার পরে পরেই তৎক্ষণাৎ রঘুনাথগঞ্জ থানার আইসি ও জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির ওসি কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানায় । ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। তিনি আরো বলেন শাসক হোক বা বিরোধী অবৈধ কাজ কখনোয় মেনে নেওয়া হবে না। পুলিশ সূত্রে খবর ,ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির দাবাং পুলিশ অফিসার পলাশ পাল। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে অবৈধ নির্মিত বিল্ডিং কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বিল্ডিং গড়ে তোলা পকেটগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেন বলে খবর। অন্যদিকে, পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মন্ত্রীর তৎক্ষণাৎ এমন পদক্ষেপে খুশি এলাকার মানুষ।

হলদিয়ায় সমাবেশে সম্প্রীতির আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: হলদিয়ার সুতাহাটায় প্রকাশ্য সমাবেশে সম্প্রীতির ভাষা দিয়ে শুভেন্দুর জিহাদের জবাব দিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। শনিবার অল ইন্ডিয়া তৌহিদী জনতার ডাকে সুতাহাটায় ওয়াকফ সুরক্ষা ও সম্প্রীতি সমাবেশের বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, তৌহিদী জনতার সভাপতি মাওলানা হাসিবুর রহমান, বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স এর রাজিব কান্তি রায়, বিগ ফাদার যীশু, নজরুল আলী খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। কামরুজ্জামান বলেন মুসলমানদের জিহাদি বা পাকিস্তানি তকমা দিয়ে ভয় দেখানো যাবে না। মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীন ভারতের জন্য লড়াই করেছেন। আর বর্তমান প্রজন্ম দেশের উন্নয়ন, বিকাশ ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের সুরক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের গালি দেওয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কামরুজ্জামান বলেন ওটা শুভেন্দুর জ্ঞানের সংকীর্ণতা। বলেন বিজেপি দেশ চালাতে ব্যস্ত হয়ে কেবল ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি করছে। অল ইন্ডিয়া তৌহিদী জনতার সভাপতি মাওলানা হাসিবুর রহমান বিজেপি নেতার সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের দ্যর্থহীন ভাষায় সোচ্চার প্রতিবাদ করেন।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে বহরমপুরে ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের সমাবেশ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন:অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে ফ্যাসিবাদী কেন্দ্রীয় সরকারের "ওয়াকাফ সংশোধনী বিল-২০২৪ " প্রত্যাহারের দাবিতে এবং খারেজী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হলো মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ মোড়। নাখোদা মসজিদের ইমাম,সহ সকল ধর্মের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এদিনের সভা অনুষ্ঠিত হয়।এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান,ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক,সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি গণ

পাশাপশি জেলার সর্বস্থর থেকে ইমাম মুয়াজ্জিন গণরাও ভিড় জমিয়েছিল সভায়।
আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্যর মধ্য ইমাম মুয়াজ্জিনরা যেভাবে সমাজের কাজে ঝাপিয়ে পড়ে সেই সব বিষয় গুলো তুলে ধরার পাশাপাশি কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধিত বিলের বিরুদ্ধে আন্দলের ডাক দেন। একিক ভাবে সংসদ আবু তাহের খান বলেন আমরা সর্বদা বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে চলেছি আগামীতেও করবো তবুও আমাদের ওয়াকফ সম্পত্তি কারো হাতে দিবো না।মঞ্চে উপস্থিত সকল অতিথি গণ তাদের বক্তব্যর মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।

গোসাবায় বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, অসহায় হাজার হাজার মানুষ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা!যেন ভুতুড়ে বাড়ি।সন্ধ্যা হলেই চলে মদ,গাঁজা ও জুয়ার আসর। স্বাস্থ্য পরিষেবা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লক। গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে খেয়াঘাট সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র।এলাকার হাজার হাজার মানুষের প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গড়ে তোলা হয়েছিল এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র।স্বাস্থ্য পরিষেবার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে।পরিষেবা ব্যহত হতে থাকে।শম্ভুনগর,চুনাখালি,গাববেড়িয়া,দাউদপুর,ডুগডুগি সহ অন্যান্য এলাকার সাধারন মানুষকে নদী পেরিয়ে প্রায় ত্রিশ কিমি পথ অতিক্রম করে ক্যানিংয়ে যেতে হয়।যদিও পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালে জরাজীর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই নির্মিত হয় নতুন বিল্ডিং।সেখানে চিকিৎসক আসেন না। দরজা বন্ধ।তালায় ধরেছে মরচে।এমনকি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন একটি পানীয় জলের নলকূপ ও অকেজো।এলাকার সাধারণ মানুষের দাবী, হাসপাতালে কেউ আসে না। চিকিৎসা করবে কে?দীর্ঘদিন এমন ভাবে পড়ে রয়েছে।সমস্যা হলে নদী পেরিয়ে ক্যানিং কিংবা কলকাতায় যেতে হয়। এছাড়ও রাতে আরো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে।বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও সমস্যার সুরাহা হয়নি।অগত্যা প্রাণের তাগিদে ক্যানিং মহকুমা কিংবা গোসাবা ব্লক হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়।স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা সম্পর্কে স্থানীয় শম্ভুনগর পঞ্চায়েত উপপ্রধান বরুণ প্রামাণিক(চিত্ত) জানিয়েছেন, 'এলাকার সাধারণ মানুষ নূন্যতম স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।আগামী দিনে সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য বিষয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সভাধিপতির নজরে আনবো।' অন্যদিকে শম্ভুনগরে বেহাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা প্রসঙ্গে জেলা সভাধিপতি নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল জানিয়েছেন, "শম্ভুনগর পঞ্চায়েত এলাকায় যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে,সে সম্পর্কে খুব দ্রুত খোঁজ খবর নেবো।পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য গঙ্গাসাগর মেলার পর খতিয়ে দেখে সেখানে যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয় তার ব্যবস্থাও গ্রহণ করবো।'

২৫০টিরও বেশি আসন নিয়ে ফের ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল: ঋতব্রত

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৫০ টিরও বেশি আসন নিয়ে ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে । শনিবার বনগাঁয় 'বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি' র আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশ থেকে আশাব্যক্ত করলেন নবনির্বাচিত রাজ্যসভার সাংসদ ও আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।
আর সেই বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যেই ২০২৫ সালের শুরু থেকেই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরামর্শ দিলেন তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা কর্মী সমর্থকদের। পাশাপাশি সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিক যেন বঞ্চিত না হন সে বিষয়েও নেতৃত্বদের সচেতনতার বার্তা দিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের প্রত্যেকটি শ্রমিক ভাইকে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র আওতায় আনতে হবে।' অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন । অন্য দিকে তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নতুন করে সর্বনাশা শ্রম কোড লাগু করার চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে ৪টি শ্রমকোড তৈরি করেছিল। সেখানে ৮ ঘন্টা কাজের বদলে ১২ ঘন্টা বা তার বেশি কাজ করতে হবে কোনও ওভারটাইম ছাড়াই । প্রথম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সর্বনাশা শ্রমকোডের বিরোধিতা করেন বলেও উল্লেখ করেন ঋতব্রত।
এ দিন বনগাঁয় 'বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের নেতৃত্বে শনিবার ওই শ্রমিক সমাবেশের পাশাপাশি রক্তদান ও বস্ত্রদান কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয় । এদিন রক্তদান শিবিরে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের প্রায় এক হাজার জন শ্রমিক রক্তদান করেন পাশাপাশি কয়েক হাজার বস্ত্রও বিতরণ করা হয়। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক বীনা মন্ডল, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা গোপাল শেঠ, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা শংকর দত্ত, তৃণমূল নেতৃত্ব নারায়ণ কর, মনোজ চক্রবর্তী, ইলা বাগচি, ইমরান হোসেন প্রমুখ। বনগাঁর খেটে খাওয়া মেহনতি শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে এ দিন নারায়ণ ঘোষ বলেন, 'আজ কর্মসূচি সার্থক হয়েছে, আমাদের নেতৃত্ব মাননীয় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে গেলেন।'

সময়ের আগে সিজারের ফলে ব্রেন ডেথ রোগীর!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ডাক্তারবাবু থাকছেন না। তাই সময়ের আগেই বেসরকারি নার্সিংহোমে অস্ত্রপচার। সিজারের পরেই ৮০% ব্রেন ডেথ রোগিণীর। এমনকি কলকাতার বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে হয়নি সুরাহা। ইতিমধ্যে চুঁচুড়ার আরো একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছে ওই রোগিনী। হুগলির সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বপাড়ার বাসিন্দা অপর্ণা পাত্র বয়স ২৫। তিনি তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যও। স্বামী তোতন পাত্র জানান অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের এক চিকিৎসককে প্রাইভেটে দেখানো হতো। নির্ধারিত প্রসবের সময় এক মাস বাকি থাকতেই চিকিৎসক জানিয়ে দেন তিনি থাকবেন না। তাই তার কথামতোই চুঁচুড়া হাসপাতাল রোডের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করে তার সিজার করা হয়। গত ৬ জানুয়ারি অপর্ণার সিজার করেন চিকিৎসক একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর কোমায় চলে যান প্রস্তুতি। আর জ্ঞান ফেরেনি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তাকে কলকাতা এপোলো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। । সেখানে কয়েকদিন আই সি সি ইউ তে ভর্তি রাখার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন তার আশিস শতাংশ ব্রেরন্ড ডেথ হয়ে গেছে। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে না তিনি। রোগিনী স্বামী বলেন হাসপাতালে খরচও অনেক হচ্ছিল তাই চুঁচুড়ার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করেছি। ইতিমধ্যেই রোগীর বাড়ির লোক চুঁচুড়া হাসপাতাল রোডের ওই বেসরকারি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তোলেন। এরপরেই হুগলি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক এর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ জানান। আজ সকালে? হুগলি জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক নিজে সশরীরে এসে ওই নার্সিংহোমে ইনকোয়ারি করেন। এবং তিনি জানান একজন মা এইভাবে মারা যাবে আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। অবশ্যই তদন্ত হবে সঠিকভাবে তদন্ত হবে। যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায় তার শাস্তি ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানান সি এম ও ঐইচ এসেছিলেন তিনি সমস্ত কিছুটাই দেখেছেন এবং তদন্তের স্বার্থে সমস্ত কাগজ নিয়ে গেছেন।

স্যালাইন দেওয়া নিয়ে বিতর্ক বাঁকুড়া মেডিক্যালে

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: স্বাস্থ্য দফতরের নিষেধাজ্ঞা, তবু বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে দেখা যায় ওই হাসপাতালের মেল মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের কারো কারো স্যালাইন স্ট্যান্ডে তখনো ঝুলছে নিষিদ্ধ সেই স্যালাইনের বোতল। যা পাইপের মাধ্যমে তখনো প্রবেশ করছে তাঁর শরীরে। শুধু রিঙ্গার ল্যাকটেট ধরনের স্যালাইনই নয় হাসপাতালের স্টোর থেকে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে দেদার সরবরাহ করা হচ্ছে নিষিদ্ধ ওই সংস্থার বাক্স বাক্স স্যালাইনের বোতল। রোগীর পরিজনদের দাবী হাসপাতালে কী ধরনের বা কোন সংস্থার স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে তা তাঁরা জানেন না। অগত্যা হাসপাতাল থেকে যে স্যালাইন বা ওষুধ দেওয়া হয় তাই তাঁরা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অবশ্য ওই নির্দিষ্ট সংস্থার স্যালাইন নিয়ে নিজেদের কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছে।

গঙ্গাসাগরে নিরাপত্তায় জোর, হেল্থ চেক আপ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার। ৯ জানুয়ারি শুরু হয়েছে মেলা। ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই গঙ্গাসাগর মেলা। অনুমানিক কয়েক লক্ষ মানুষ এর সমাগমে প্রত্যেক বছরই গঙ্গাসাগরে আসেন লক্ষ লক্ষ পূর্নার্থী। তাদের এই নিরাপত্তা নিয়ে রাজ্য সরকারের জায়গায় জায়গায় হেল্প চেকআপ ক্যাম্প খুলেছে। বিশেষ শ্রদ্ধা সহায়তার জন্য ও তাদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে।পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে চালানো হচ্ছে বিশেষ ট্রেন। ভিন রাজ্য থেকে আসা পর্যটক ও পূর্নার্থীরা গঙ্গাসাগরে যাতে কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন তার জন্য রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসন কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। কলকাতার বাবুঘাট সংলগ্ন আউটট্রাম গঙ্গার ঘাটে বেশ কিছু বিশ্রাম শিবির তৈরি করা হয়েছে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য। সেখানে বিশেষ সুবিধা পানীয় জল, শারীরিক চিকিৎসার জন্য বুথ এবং সহায়তা কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে গোটা চত্বরটাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার দরুন। যাতে সাধু সন্ন্যাসীদের কোনভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। সেই সাথে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষী। ফায়ার ব্রিগেডের ও ব্যবস্থা রয়েছে।এছাড়া সমগ্র গঙ্গাসাগর মেলাকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে গঙ্গাসাগরে মেগা কন্ট্রোল রুমের ও সূচনা করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রণমহল কুরানিয়া হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বাগান্ডায় রণমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রাসার (উচ্চ মাধ্যমিক)সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হল শনিবার থেকে। এদিন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী পুলক রায় জানান,"রাজ্যে মা মাটি মানুষের সরকারের আমলে এই মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। এখানে আগে যেখানে এই মাদ্রসায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০ বর্তমানে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৪৭। আগে এখানে ৯ জন শিক্ষক শিক্ষিকা থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮"। মাদ্রাসায় শিক্ষিকাদের জন্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে একটি রিফ্রেসমেন্ট কক্ষ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী।এদিন মাদ্রসার প্রধান শিক্ষক আনিসুর রহমান মল্লিকের লেখা সুবর্ণ স্মরণে রণমহল ক্বোরানীয়া হাই মাদ্রসা শীর্ষক একটি পুস্তকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।এদিনের এই অনুষ্ঠানে অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমাশাসক মানস কুমার মন্ডল, উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,ধূলাসিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান গোপীনাথ ব্যানার্জি,বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী নিখোঁজ, ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সাত দিন ধরে নিখোঁজ ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী। পুলিশি তদন্তে হয়নি কোন কিনারা। তারপরে হঠাৎ অচেনা নম্বর থেকে মেসেজ।
মেয়ের খোঁজ ঠিকানা দেওয়ার কথা বলে ২ লক্ষ টাকা দাবি। দুশ্চিন্তায় আশঙ্কায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা।
মন্ত্রীকে বলার পরেও তদন্ত নিয়ে এখনও আধারে পরিবারের লোকেরা। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বারদুয়ারির বাসিন্দা দীপ্তি ভগত(২০)।
ঝাড়খণ্ডের দুমকায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রী।
গত রবিবার বাড়ি থেকে বের হন কলেজ যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কুলিক এক্সপ্রেস করে নামার কথা ছিল রামপুরহাটে। কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ ফারাক্কায় নেমে যায়। স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে সেটা দেখা যায়। তারপর এনটিপিসি নেতাজি সেতু থেকে উদ্ধার হয় ওই ছাত্রীর ব্যাগ মোবাইল সহ যাবতীয় সরঞ্জাম। পরিবারের লোক আশঙ্কা করে তাদের মেয়ের কিছু হয়ে গেছে। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে দাদুর বাড়ির দিকের এক পরিচিত মধুসূদন মাহাতো নামে এক যুবকের সঙ্গে বারবার ফোনে কথা বলতো ওই ছাত্রী।যদিও এই কথা বলার বিষয় নিয়ে জানে না পরিবারের লোক। তারপরে শুক্রবার রাতে এই মেসেজ আসে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যে নম্বর থেকে এই মেসেজ এসেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের ক্যান্সার শিবির

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: ভবানীভবন অফিসে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে, পুলিশ কর্মী , সহযোগী পুলিশ কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী এবং পুলিশ পরিবারের সকল সদস্যদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রতি মাসে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শনিবার সেই শিবিরের উদ্যোগে ক্যান্সার দূরারোগ্যরোগ বিষয়ক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো।
উপস্থিত ছিলেন বিপি- পোদ্দার হাসপাতালের অঙ্কোলজিসট ডাক্তার প্রশান্ত পান্ডে , রঞ্জন সামন্ত, ডি জি এম, বি পি পোদ্দার হাসপাতাল এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কনভেনার,বিজিতাশ্ব রাউৎ।
উপস্থিত ছিলেন
কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলা শাখার কর্মকর্তা এবং সাধারণ সদস্যগণ।

প্রথম নজর

ইলন মাস্কের এক্স বয়কট করল জার্মানির ৬০ বিশ্ববিদ্যালয়

আপনজন ডেস্ক: এখন থেকে সামাজিকমাধ্যম এক্সে পোস্ট না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জার্মানির ৬০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৩ বছরেরও বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রের টেক বিলিয়নিয়ার ইলন মাস্কের এই সামাজিকমাধ্যম ব্যবহার করে আসছিলেন তারা। মূলত জার্মানির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে মাস্কের হস্তক্ষেপের অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলো। শনিবার (১০ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর দিয়েছে আনাদোলু এজেন্সি। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে ডানপন্থিদের উত্থান, উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্রবিরোধী কনটেন্ট প্রচারে এক্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। এটি আগে টুইটার নামে পরিচিত ছিল। জার্মানির পাবলিক ব্রডকাস্টার আরবিবি, ফেডারেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি কমিউনিকেশনের এক বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছে, 'মুক্ত আদান-প্রদানের শর্ত আর এক্সে (টুইটারে) আর নেই। কথিত মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ঘৃণা, বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য প্রভাবশালীদের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে'। পটসডাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র সিলকে এঙ্গেল জানান, প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবে। সিলকে এঙ্গেল বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এক্স পর্যবেক্ষণ করছি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে কয়েক মাস ধরে আমরা আগের মতো সক্রিয় ছিলাম না। এক্স (টুইটার) এখন তথ্যভিত্তিক আদান-প্রদান, উন্মুক্ত আলোচনা এবং স্বচ্ছতার জন্য জায়গা নয়। এছাড়া জার্মানির দুটি প্রধান শ্রমিক ইউনিয়ন–ইউনিফাইড সার্ভিস সেক্টর ইউনিয়ন (ভার্ডি) এবং এডুকেশন অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিয়ন (জিইডব্লিউ)–প্রায় ১৫ বছর পর এক্স বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

চিন্তা বাড়াচ্ছে 'টাক ভাইরাস',

আপনজন ডেস্ক: ইতিমধ্যেই এইচএমপিভি নিয়ে খুব ভীত ভারতের জনগণ। এমন আতঙ্কের মধ্যেই একটি অদ্ভুত রোগ দেখা যাচ্ছে দেশটির মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলার তিনটি গ্রামে। গ্রামবাসীদের দাবি, একটি অদ্ভুত রোগ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামে। যেখানে মানুষের চুল হঠাৎ পড়ে যাচ্ছে।

মাত্র তিন দিনেই ফাঁকা হচ্ছে মাথা। হঠাৎ চুল পড়া ও টাক পড়ার সমস্যায় ভুগছেন নারী-পুরুষ ও শিশুরা। বুলধানা জেলার এসব গ্রামের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জন লোক জানিয়েছেন, তাদের চুল হঠাৎ অনেকটাই পড়ে গেছে।

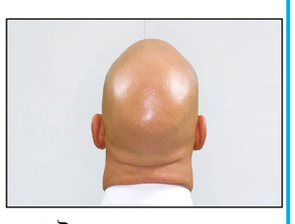

এরপরই তদন্ত শুরু করেছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। এই ঘটনায় সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের চুল মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই পুরোপুরি পড়ে গেছে। হঠাৎ চুল পড়া কোনো রোগ না অন্য কোনো কারণে তা ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর গোটা জেলায় চুল নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

সিরিয়ায় মসজিদে পদদলিত হয়ে কমপক্ষে ৪ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার দামেস্কের ঐতিহাসিক উমাইয়া মসজিদে পদদলিত হয়ে চারজন নিহত এবং ১৬ জন আহত হয়েছেন। সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা (সানা) এই খবর জানিয়েছে। নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাঁচ শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।

দামেস্কের গভর্নর মাহের মারওয়ান সানাকে বলেন, 'কর্তৃপক্ষ ঘটনার কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করছে এবং দায়ীদের জবাবদিহি করবে।' এ ছাড়া সানা তার বরাত দিয়ে আরো জানিয়েছে, 'ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাজ করছি।'

দেশটির সিভিল ডিফেন্স এক বিবৃতিতে বলেছে, পাঁচ শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে এবং অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটল সেটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

রাজধানী দামেস্কের গভর্নর মাহের মারওয়ান বলেছেন, এ ঘটনায় কারো গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বার্তা সংস্থা এএফপির এক ফটো সাংবাদিক বলেছেন, যেখানে পদদলনের ঘটনা ঘটেছে, সেখানে বিনা মূল্যে খাবার বিতরণ করা হচ্ছিল। খাবার নিতে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিলেন।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম আল ওয়াতান জানিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমের তারকা ও ইউটিউবার আবু ওমর সেখানে খাবার বিতরণ করতে গিয়েছিলেন।

তিনি এর আগে ইউটিউবে খাবার প্রস্তুতের একটি ভিডিও প্রকাশ করেন। গত ৮ ডিসেম্বর স্বৈরশাসক বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে ইসলামপন্থী দল হায়াত তাহরির আল শাম। এরপর দেশটিতে দীর্ঘ ১৩ বছরের গৃহযুদ্ধের অবসান হয়।

জীবন হারাতে প্রস্তুত, তবুও চিনে যেতে চান না থাইল্যান্ডে আটক উইঘুররা

আপনজন ডেস্ক: এক দশকেরও বেশি সময় আগে আটক হওয়া একদল উইঘুর পুরুষকে চীনে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে থাইল্যান্ড সরকার। তবে তারা নিজ দেশে যেতে রাজি নন। পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, ফেরত পাঠানো হলে তারা নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) পাওয়া একটি চিঠিতে, ব্যাংককে আটক ৪৩ জন উইঘুর পুরুষ 'চীনে পাঠানোর হুঁশিয়ারি' বন্ধ করার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করেছেন।

চিঠিতে তারা লিখেছেন, আমরা কারাবন্দি হতে পারি, এমনকি আমাদের জীবনও হারাতে পারি। আমরা জরুরি ভিত্তিতে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট সব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এই মর্মান্তিক পরিণতি (চীনে পাঠানো) থেকে আমাদের রক্ষা করতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে। উইঘুররা চীনের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলের একটি তুর্কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতিগোষ্ঠী। চীনা কর্তৃপক্ষের বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিকতা নিয়ে বেইজিংয়ের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছে তাদের। চীন সরকার উইঘুরদের বিরুদ্ধে একটি নৃশংস অভিযান শুরু করে, কিছু পশ্চিমা সরকার এটিকে গণহত্যা বলে মনে করে। কয়েক হাজার উইঘুর লোকদের বন্দি শিবির এবং কারাগারে পাঠানো হয়। প্রাক্তন বন্দীরা নির্যাতন, রোগশোক এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা জানিয়েছিল। ২০১৪ সালে চীন থেকে পালিয়ে আসা ৩০০ জনেরও বেশি উইঘুরকে মালয়েশিয়া সীমান্তের কাছে থাই কর্তৃপক্ষ আটক করেছিল।

২০১৫ সালে থাইল্যান্ড ১০৯ জন বন্দিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনে ফেরত পাঠায়। বিষয়টি তখন আন্তর্জাতিক হৈ চৈ ফেলে দেয়। ১৭৩ জন উইঘুরকে (বেশিরভাগই নারী ও শিশু) তুরস্কে পাঠানো হয়। আর ৫৩ জন উইঘুরকে থাইল্যান্ড বন্দি করে রাখে। সেখানে দুই শিশুসহ পাঁচজন আটক অবস্থায় মারা গেছেন।

আইনজীবী ও আটককৃতদের আত্মীয়রা বন্দি অবস্থায় থাকাদের কঠোর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন।

নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড 'মিসাইল সিটি' উন্মোচন করল ইরান

আপনজন ডেস্ক: নতুন আন্ডারগ্রাউন্ড 'মিসাইল সিটি' উন্মোচন করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশন গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। ইরান শুক্রবার বলেছে, সেখানে তারা 'নতুন বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র' তৈরি করছে। আইআরজিসির বরাত দিয়ে তাসনিম নিউজ এ খবর দিয়েছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন আইআরআইবিতে শুক্রবার প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায়, আইআরজিসির কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ ওই সংরক্ষণাগার পরিদর্শন করছেন।

হাজিজাদেহ ওই স্থানটিকে 'সুপ্ত আগ্নেয়গিরি' বলে বর্ণনা করেছেন বলে তাসনিমের খবরে বলা হয়েছে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদমাধ্যম মেহের নিউজ জানিয়েছে, গত অক্টোবর ও এপ্রিলে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান যে অভিযান চালিয়েছে, তার একাংশ পরিচালিত হয়েছে ভূগর্ভস্থ এ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি ব্যবহার করে।

ইরানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আবাদানে এক অনুষ্ঠানে আইআরজিসির কমান্ডার মেজর জেনারেল হোসেইন সালামি শুক্রবার ঘোষণা করেন, আইআরজিসি অ্যারোস্পেস ফোর্স 'নতুন বিশেষ ক্ষেপণাস্ত্র' তৈরি করছে। ইরান ক্রমাগত তার ক্ষেপণাস্ত্রের পরিমাণ, গুণগত মান এবং নকশার দিক থেকে উন্নতি ঘটিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, আইআরজিসি এরোস্পেস ফোর্স অদূর ভবিষ্যতে আরো নতুন ক্ষেপণাস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র সুবিধা উন্মোচন করবে।

দুঃসময়ে মানবতার নজির অ্যাঞ্জেলিনা জোলির

আপনজন ডেস্ক: ভয়াবহ দাবানলে লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় অংশ পুড়ে ছাই। হলিউডের নামী তারকাদের অনেকের ঘর-বাড়িও পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই হাজারের বেশি বসতবাড়ি-স্থাপনা, বাস্তুচ্যুত হয়েছেন লাখের বেশি বাসিন্দা। এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ১১।

এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে যার সাধ্যমতো বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে নিজের বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি।

সূত্রের বরাতে পিপল ম্যাগাজিন বলছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের গৃহহারা বন্ধুদের জন্য বাড়ির দরজা খুলে রেখেছেন 'মেলফিসেন্ট' অভিনেত্রী। জোলির ঘনিষ্ঠরা বলছেন, যারা তাদের বাড়ি-ঘর হারিয়েছেন বা আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের জন্য আবেগাপ্লুত অ্যাঞ্জি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মাদুরোকে গ্রেপ্তারের তথ্যের জন্য পুরস্কার ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তথ্যের জন্য পুরস্কারের পরিমাণ ২৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। নির্বাচনের প্রায় ৫ মাস পর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নিয়েছেন মাদুরো। শপথ নিতে যাওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজধানী কারাকাসে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজনও করা হয়েছিল। শুক্রবার বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে মাদুরো তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এই পুরস্কারের পরিমাণ বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্র।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১৫মি.

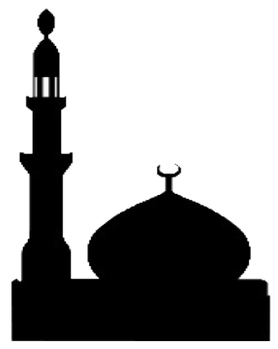

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৯
যোহর	১১.৫০	
আসর	৩.৩৪	
মাগরিব	৫.১৫	
এশা	৬.২৯	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত হসপিটাল

(GNM নার্সিং ও Paramedical কোর্সে ভর্তির সুযোগ)

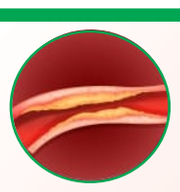
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

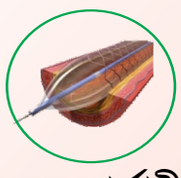
বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

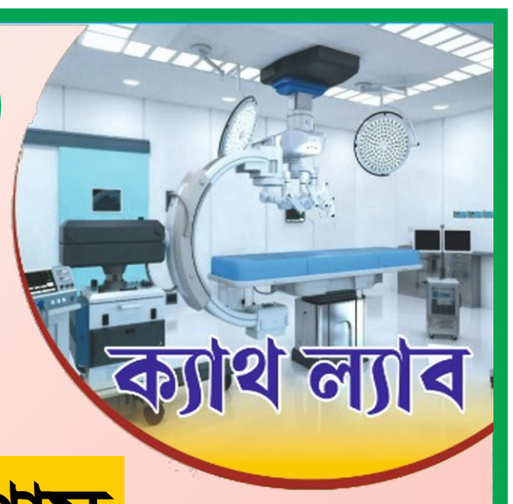

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

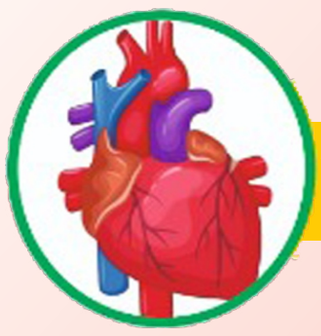
অ্যাঞ্জিওগ্রাম

সহরার হাট ● ফলতা ● দক্ষিন ২৪ পরগণা

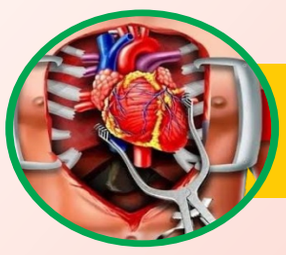
ওপেন হার্ট সার্জারি

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

- হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেন স্ট্রোকের অ্যাডভান্স ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (ICU)
- জেলার প্রথম ক্যাথল্যাব এবং হার্টের অপারেশন।
- শীঘ্রই খুলিতেছে ওপেন হার্ট সার্জারি (CTVS) বিভাগ।

6295 122 937 / 9123721642

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহনযোগ্য

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
২০ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, ২৭ পৌষ ১৪৩১, ১০ রজব ১৪৪৬ হিজরি

আমলাতন্ত্রের দলীয়করণ

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিফহাল; কিন্তু ইহা যেই জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ক্রমশ সরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহা খুবই দুঃখজনক। কেননা আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ নহে বলিয়া এই সকল দেশে অস্থিরতা লাগিয়াই থাকে। মূলত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলি যখন যাহা খুশি তাহা করিতে না পারে। প্রশাসনে বজায় থাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স তথা ভারসাম্যতা। রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা এমপি-মন্ত্রী হইয়া রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ তাহাদের নির্বাচনি আসনে অধিক হারে লইয়া যাইতে চাহেন। ইহা যাহাতে না হয় বরং দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়, এই জন্য আমলাতন্ত্র রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তথা আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে পালন করে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রক্ষায়ও তাহাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ও নিয়মানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তাহাদের দলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ বেমানান ও অপ্রত্যাশিত। তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় আনুগত্যের জন্য নহেন। এই কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হইতে শুরু করিয়া বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কোনো কোনো দেশে এমনভাবে সকল কিছু দলীয়করণ করা হয়, যাহাতে দল ও আমলাতন্ত্র একাকার হইয়া যায়। ইহা ক্ষমতাসীনদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য সুবিধাজনক বটে, তবে দেশ ও দশের জন্য অমঙ্গলজনক। ইহার জন্য নাগরিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমলাতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করিতে না পারিবার মূল কারণ হইল বিভিন্ন সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত হইবার সুযোগ না দেওয়া, বরং তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার পাঁয়তারা করা। খোদ এই সকল প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করেন, অনেক সময় তাহাদেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া কিছু থাকে না। ছোটকালে তাহাদের মায়েরা তাহাদের চক্ষুতে কাজল দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে তাহারা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কীভাবে এতটা নিচে নামিতে পারেন? রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ তথা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। যিনি বা যাহারা ক্ষমতায় থাকেন তাহাদের কথামতো যাহা খুশি তাহা করা যায় না। যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দলীয়করণ হয়, তাহা হইলে সেই দেশের সাধারণ মানুষ যাইবেন কোথায়? কেননা সবাই তো একই দল করেন না বা করিতে পারেন না। তখন যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। কারণ এই অবস্থার তো বিকল্প নাই। বিকল্প কেবল গণ-আন্দোলন। সকল পথ রুদ্ধ হইলে তখন কেবল এই পথই খোলা থাকে। এই জন্য আমরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায়শ অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা লক্ষ করিয়া থাকি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া ক্ষমতাসীনরা আজীবন ক্ষমতায় থাকিবার চেষ্টা অতীতে যেমন করিয়াছে, এখনো তেমনি করিয়া যাইতেছে। আজীবনই যদি ক্ষমতায় থাকিতে হইবে তাহা হইলে শুধু শুধু জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রচেষ্টা কেন? এই সকল দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কঠিন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অগ্রহণযোগ্য, অসমর্থনযোগ্য ও অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি রূপকথার অবতারণা করা যাইতে পারে। মাছেরা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া দেবতার নিকট তাহাদের রাজা চাহিলেন। দেবতা এক কচ্ছপকে মনোনীত করিলেন তাহাদের জন্য; কিন্তু কচ্ছপ কেবল ঘুমায়। মাছেদের কল্যাণে তাহার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। দেবতা এইবার পাঠাইলেন মাছরাঙা পাখিকে রাজা করিয়া; কিন্তু ইহার ফল হইল মারাত্মক। ইহার পর মাছেরা যখনই মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তখনই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া আস্তা খাইয়া ফালায়। এইভাবে মাথা তুলিলেই তাহারা নাই হইয়া যায়। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে এখন পরিস্থিতি এমনটাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার এই সকল হতভাগ্য দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারাটাই বড় ব্যর্থতা। ফলে যেই পথ খোলা থাকে, আমরা চাই বা না চাই—বারংবার সেই পথেই যায় আমজনতা। সেই পথ অবলম্বন করাটা তাহাদের নিকট তখন হইয়া দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

ভারত-আফগানিস্তান: 'হিন্দুবাদী' ও 'ইসলামি' দুটি দেশের সম্পর্কের রসায়ন

দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বিশ্বের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মিলিয়ে দেখতে যারা অভ্যস্ত, তাঁদের একাংশের ধারণা, ভারতের আফগানিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা বাড়ানোর প্রধান কারণ চীন। ভারত-আফগানিস্তান সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি নিয়ে লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী..**

অতীতের মতোই আফগানিস্তানের উন্নয়নের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে দিল্লি প্রস্তুত। ভারত ও আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রসচিবদের এক বৈঠকের পর গত বুধবার জানিয়েছে ভারত। দুবাইতে বৈঠকের পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এদিন ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি ও আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী মৌলভি আমির খান মুত্তাকির মধ্যে একটি বৈঠক হয়। এ বৈঠকে ভারত জানায়, আফগানিস্তানের উন্নয়নে শামিল হতে দিল্লি প্রস্তুত। বিবৃতির ভাষায়, 'পররাষ্ট্রসচিব আফগান জনগণের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং দুই দেশের জনগণের শক্তিশালী যোগাযোগের কথা তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আফগান জনগণের জরুরি উন্নয়নমূলক প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার জন্য ভারতের প্রস্তুতির ওপর জোর দেন।' দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ প্রতিনিধিদের মধ্যে এটিই প্রথম আনুষ্ঠানিক ও ঘোষিত বৈঠক। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে আফগানিস্তান থেকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বাহিনী দেশে ফিরে যায়, তখন ভারত প্রবল দ্বিধা ও উদ্বেগের মধ্যে ছিল।

আফগানিস্তান নিয়ে ভারতের নীতি কী হবে, তা নিয়ে ছিল এ উদ্বেগ। একদিকে আফগানিস্তানে ভারতের সরকার ও বেসরকারি শিল্পপতিদের যে বিনিয়োগ আছে তা এবং সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো বাঁচানোর একটা তাগিদ ছিল; অন্যদিকে তালেবান নেতৃত্বাধীন ইসলামি আমিরাতের সরকারের সঙ্গে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের সম্পর্কের চরিত্র কী হবে, তা নিয়ে সরকার ও বিজেপির মধ্যেই ছিল নানান আলোচনা ও মতবিরোধ।

আফগানিস্তানের এই সরকারে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সরাসরি আল-কায়েদার সঙ্গে একসময় সম্পৃক্ত ছিলেন।

চীনের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে। শুধু কূটনৈতিক নয়, ব্যবসায়িক স্তরেও তাদের সম্পর্ক ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। কিন্তু এই সময়পর্বে (২০২১-২৪) দেখা যায়, চীনের সঙ্গে আফগানিস্তানের সম্পর্কের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে। শুধু কূটনৈতিক নয়, ব্যবসায়িক স্তরেও তাদের সম্পর্ক ক্রমে দৃঢ় হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভারতও ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের তালেবান নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা শুরু করে।

মনে রাখা প্রয়োজন, আফগানিস্তানের এই সরকারে এমন অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সরাসরি আল-কায়েদার সঙ্গে একসময় সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে অন্য অনেক দেশের মতোই ভারত এখনো কাবুলে তালেবান শাসনকে স্বীকৃতি দেয় না। তালেবান ক্ষমতা দখলের পরে ভারত তার সব কূটনীতিককে প্রত্যাহার করে। কিন্তু এক বছর পর ২০২২ সালের জুনে ভারত তার কূটনৈতিক অফিস আবার চালু করে এবং একটি দল সেখানে মোতায়েন করে কাবুলে তার আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি আবার প্রতিষ্ঠা করে। এর প্রধান কারণ, ইসলামি আমিরাতের সরকারকে চীনের স্বীকৃতি থেকে ভারত বুঝতে পারে, অতীতে তাদের যারা আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী বলেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসাটা এখন বড় ধরনের ভুল হবে। গোটা ২০২৩-২৪ সালে এ লক্ষ্যে কাজ করেছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

ফল ফলতে শুরু করে গত নভেম্বরে

এর ফলে গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে পশ্চিম ভারতের মুম্বাইয়ে আফগানিস্তানের অন্যতম কনস্যুলেট অফিসে অস্থায়ী কনসাল জেনারেল হিসেবে একরামউদ্দিন কামিল নামের এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দিয়েছে ইসলামি আমিরাতের সরকার। কামিল ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে দিল্লিতে অবস্থিত সাউথ এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে পিএইচডি করছেন। নভেম্বর মাসের গোড়ায় ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাকিস্তান-আফগানিস্তান-ইরান বিভাগের দায়িত্বে থাকা যুগ্ম সচিব জে পি সিং কাবুলে গিয়ে ইসলামি আমিরাতের অস্থায়ী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মুহাম্মদ ইয়াকুবের সঙ্গে দেখা করেন। মুহাম্মদ ইয়াকুব আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রধান জাতীয় নায়ক মোল্লা মুহাম্মদ ওমরের সন্তান। ২০১৩ সালে মৃত্যু হয় মোল্লা ওমরের। কিন্তু সে দেশে তিনি এক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। ২০২১ সালে যুদ্ধে জয়ের পর তাই এখন মোল্লা ওমরকে জাতীয় নায়কের সম্মান দিচ্ছে আফগানিস্তান এবং তাঁর ছেলের সঙ্গে বৈঠক করতে হচ্ছে ভারতকে। জে পি সিং কাবুলে আমির খান মুত্তাকি এবং আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন। পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক এরপরই বুধবার মিশ্রি বৈঠক করলেন মুত্তাকির সঙ্গে। বৈঠক শেষে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ভারত আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত এ পর্যন্ত ৫০ হাজার মেট্রিক টন গম, ৩০০ টন ওষুধ, ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ২৭ টন ত্রাণ সহায়তা, ৪০ হাজার লিটার কীটনাশক, ১০ কোটি পোলিও টিকার ডোজ, ১৫ লাখ ডোজ কোভিড টিকা, মাদকাসক্তি ছাড়ানোর ১১ হাজার সামগ্রী ছাড়াও শীতবস্ত্র ও শিশুদের বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে উন্নয়নের লক্ষ্যে

এবং বিশেষত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ভারত সেখানে বড় ভূমিকা আগামী দিনে রাখতে চলেছে বলে জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্রিকেটের উন্নতিতেও ভারত আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়াবে। এ ছাড়া বিবৃতিতে বলছে, আফগানিস্তানের জন্য মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যসহ বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সহায়তার জন্য চাবাহার বন্দর ব্যবহারের বিষয়েও সমঝোতা হয়েছে। বিবৃতির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আফগানিস্তান ভারতের নিরাপত্তার উদ্বেগের প্রতি তার সংবেদনশীলতার কথা জানিয়েছে। উভয় পক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে চলার ব্যাপারে একমত হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতেও তারা সম্মত হয়েছে।

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সম্পর্কের অবনতি

তাৎপর্যপূর্ণভাবে আজ থেকে সাড়ে তিন বছর আগে আফগানিস্তান থেকে যখন যুক্তরাষ্ট্র বিদায় নিয়েছিল, সে সময় পাকিস্তানের প্রধান গোয়েন্দা বিভাগ আইএসআইয়ের (ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স) মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফয়েজ হামিদ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে পূর্ব আফগানিস্তানে পাকিস্তানের বিমান হামলায় ৪৬ জন মারা গেছেন। নতুন বছরের শুরুতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর অন্তত ১২ সদস্যের মৃত্যু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে। এর জন্য আফগান জঙ্গিদের দায়ী করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান বলছে, তারা বাধ্য হয়েই মারছে জঙ্গিদের (তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান ও আফগান তালেবান)।

আফগানিস্তানের বক্তব্য, পাকিস্তান জঙ্গি নিধনের নামে হত্যা করছে সাধারণ মানুষকে। বলাই বাহুল্য, সম্পর্কের দ্রুত অবনতি হয়েছে গত কয়েক মাসে এবং এখনো হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যবর্তী প্রায় ২ হাজার ৭০০ কিলোমিটার সীমান্তের বড় অংশই কার্যত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানের বর্তমান সমস্যা অনেকটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান ছাড়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যার মতো। আফগানিস্তানে আধুনিক জঙ্গিবাদ যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি) এবং আইএসআইয়ের সমঝোতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদায়ের (১৯৮৯) পর এই জঙ্গিবাদ ধীরে ধীরে আমেরিকা ও ইউরোপের বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম। ওয়াশিংটন পোস্ট বুধবারের তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, 'পাকিস্তানের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বারবার একটা অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগটি হলো তারা ২০ বছর ধরে আফগান তালেবানদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সহ্য করেছে।' অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিভিন্ন সময় তালেবানের পাশে দাঁড়িয়েছে ইসলামাবাদ। আবার অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে সাহায্যও নিয়েছে। ফলে এখন পাকিস্তানকে এর ফল ভোগ করতে হচ্ছে। কারণ, পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু সমস্যার চরিত্র একই। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ থেকে আরও খারাপ হচ্ছে। আল-কায়েদা ইন ইন্ডিয়ান সাব-কন্টিনেন্ট (একিউআইএস) নামে আল-কায়েদার দক্ষিণ এশিয়া শাখা বাংলাদেশ নিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ৪১ পাতার যে পুস্তিকা বের করেছে, সেখানে তারা পাকিস্তানকে প্রবল আক্রমণ করে বলেছে, পাকিস্তান ১৯৭১ সালে এটা ভুলে গিয়েছিল যে 'গায়ের রং, বর্ণ এবং নিজের মতাদর্শ একটি ভিন্ন জাতির ওপরে চাপিয়ে তাকে দমিয়ে রাখা যায় না'। এ কারণেই বাংলাদেশ বিদ্রোহ করেছিল ১৯৭১ সালে।

কিন্তু পাকিস্তানের 'স্বল্পসংখ্যক বিত্তবান মানুষ এবং সেনাবাহিনীর জেনারেল' সেই একই পদ্ধতিতে দেশ পরিচালনা করে চলেছেন। সশস্ত্র ইসলামি সংগঠন আল-কায়েদা ২০২৪ সালে বিভিন্ন লেখায় বারবার বলেছে, 'পাকিস্তান এখন একাধারে আফগান এবং অন্যদিকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেটাই করছে, যা তারা ১৯৭১ সালে বাঙালি এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে করেছিল। এর ফলে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য এবং সাধারণ মানুষ মারা যাচ্ছেন।'

পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেছেন, 'পাকিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের এক হয়ে এখনই কাজে নামতে হবে।' অর্থাৎ, তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান ও আফগান তালেবানের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও জোরালো করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই এটা বোঝা যাচ্ছে যে আগামী দিনে ওই অঞ্চলে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাতের তীব্রতা আরও বাড়বে। ঠিক সেই একই সময়ে ভারতের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের কর্তারা নিয়মিত ইসলামি আমিরাতের নেতৃত্বের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, চেষ্টা করছেন অতীতের আল-কায়েদা ও বর্তমানে ইসলামি আইনে বিশ্বাসী জনপ্রতিনিধিদের হাত ধরার। কোথাকার জল এখন কোথায় গড়ায়, সেটাই দেখার।

চীন ও বাংলাদেশের ভূমিকা

ভারতের পর্যবেক্ষকদের মধ্যে যাঁরা সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে বিশ্বের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে মিলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের একাংশের ধারণা, ভারতের আফগানিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা বাড়ানোর প্রধান কারণ চীন। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশগুলোর অন্যতম চীন গত এক থেকে দুই বছরে আফগানিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা ১২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে গেছে। আফগানিস্তানের পণ্য ১০০ শতাংশ করমুক্ত করে চীনের বাজারে প্রবেশের অনুমতিও দিয়েছে বেইজিং।

দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ের পরে চীন প্রথম 'সুপারপাওয়ার' হিসেবে সেখানে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছে এবং আফগান রাষ্ট্রদূতকে বেইজিংয়ে স্বাগত জানিয়েছে। ফলে কিছুটা বাধ্য হয়েই দিল্লিকে হাত মেলাতে হয়েছে এমন এক সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যাঁরা শরিয়তে বিশ্বাসী, জিহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বোধকে বারবার তাঁদের লড়াইয়ের ভিত্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতের হিন্দুবাদী বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এবং তার দিকনির্দেশক সংগঠন হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নির্দিষ্টভাবে এই চিন্তাভাবনার যে ঘোর বিরোধী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও মোল্লা ওমরের ছেলের সঙ্গে হাত মেলাতে হচ্ছে ভারতের পররাষ্ট্রসচিবকে।

অভ্যন্তরীণ সামাজিক-রাজনৈতিক নীতি এবং বিদেশনীতির মধ্যে যে বিরোধ, তা মাঝেমধ্যে প্রকাশ্যে এসে নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকে একটা ঘোর অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে যে ফেলে দেয়, এটা তার ভালো উদাহরণ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানকেও এই সখ্যের একটা কারণ হিসেবে দেখছেন। ভারতে সার্বিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আগামী কিছু বছর বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রভাব বাড়বে। ভারতের সাবেক কূটনীতিক এবং পর্যবেক্ষকেরা মনে করছেন না যে এই প্রভাব স্থায়ী হবে। এর কারণ আগামী দিনে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাড়বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানের প্রভাব যে কিছুটা বাড়বে, তা অনস্বীকার্য। এটা মাথায় রেখেই পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তের প্রধান শত্রু আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে এগোতে চাইছে ভারত।

তবে এর পাল্টা যুক্তি হলো আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার লক্ষ্যে মোটামুটিভাবে ২০২৩ সাল থেকেই ভারত সক্রিয়। আর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিদায় নিয়েছে ২০২৪-এর আগস্টে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, ভারত কি আগেই কিছুটা আন্দাজ করছিল যে হাসিনা সরকার অদূর ভবিষ্যতে টিকবে না এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই সীমান্তেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হবে? আর সে কারণে আফগানিস্তানের সঙ্গে আগেই সম্পর্ক উন্নত করার ওপর জোর দিয়েছিল? ভারতের এক সাবেক কূটনীতিবিদের মতে, 'এটা একটু কন্সপাইরেসি থিওরির (ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব) মতো শোনাচ্ছে। তবে সে যা-ই হোক, উপমহাদেশসহ এশিয়ার রাজনীতির পট যে দ্রুত পাল্টাবে, সেটা আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই ভারত বুঝতে পেরেছিল। আমার ধারণা, সেটা মাথায় রেখেই কাবুলের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে সচেষ্ট হয়েছিল দিল্লি।' আপাতত তাই পাকিস্তানকে 'এনগেজড' রাখতে দিল্লির তাস শরিয়তনির্ভর ইসলামি রাষ্ট্র আফগানিস্তান।

সৌজন্যে: প্র. আ.

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ যেভাবে ইসরায়েলি 'দখলদার বাহিনী' হয়ে উঠেছে

লুবনা মাসরওয়া

২৮ ডিসেম্বর একদল ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী দখলকৃত পশ্চিম তীরের সিলওয়াদ শহরে ফিলিস্তিনি কৃষকদের ওপর হামলা করে। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, জলপাই বাগানের মধ্যে দুজন বয়স্ক ফিলিস্তিনি কৃষকের মুখ ও মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তাঁদের গাড়ি ভেঙে ফেলা হয়, দুজনই মারাত্মকভাবে আহত হন।

পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর হামলা বাড়ানোর প্রেক্ষাপটে এমন ঘটনা এখন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে উঠেছে। আর এ ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনিদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর নিরাপত্তা রক্ষার অস্ত্র হিসেবে কাজ করছে। তারা তাদের সময় ও সম্পদ নিজদের জনগণের বিরুদ্ধে অভিযানে উৎসর্গ করেছে।

২৯ ডিসেম্বর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা সংস্থার স্নাইপাররা গুলি করে তরুণ সাংবাদিক শাথা আল সাব্বাগকে হত্যা করেন। ২১ বছর বয়সী সাহসী এই সাংবাদিক জেনিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের ভয়ানক অভিযানের ঘটনাগুলোর তথ্যপ্রমাণ জড়ো করেছিলেন।

মিডল ইস্ট আইকে তাঁর ভাই মুসাব আল-সাব্বাগ বলেন, 'এটা পরিষ্কার যে আমার বোনের সঙ্গে তাঁর শিশুও ছিল। তা সত্ত্বেও আমার বোন যখন দরজা খুলে বাড়ির বাইরে বের হচ্ছিল, তখন স্নাইপার তাঁর মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে।'

মারাত্মক অভিযান

কয়েক সপ্তাহ ধরে জেনিন শহরে অভিযান পরিচালনা করছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। জেরুজালেম থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত জেনিন এখন একটি অশান্ত শহর। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ বলছে, 'অপরাধী' ও 'সশস্ত্র জঙ্গি' যারা জেনিনে ঘাঁটি গেড়েছে, তাদেরকে লক্ষ্য করে এই অভিযান পরিচালনা করছে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হওয়া এই মারাত্মক অভিযানে কমপক্ষে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আর এই হামলার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করছেন, তাঁদেরকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। ৩ জানুয়ারি একজন বাবা ও তাঁর ছেলেকে হত্যা করা হয়।

আজকে ফিলিস্তিনিরা নিজেদেরকে আরও নাজুক অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। এটা শুধু ইসরায়েলের অপরাধমূলক সহিংস আক্রমণের কারণেই নয়, তাদের কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বের দিক থেকে আসা সহিংসতার কারণেও। একদিকে গাজায় গণহত্যা চলছে, অন্যদিকে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হামলা রেকর্ডসংখ্যক বেড়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে প্রতিদিন গড়ে চারটি করে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মারাত্মক হামলা, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, সহিংস অভিযান এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে ইসরায়েল তার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করতে ইসরায়েলি অভিযানে পশ্চিমারা শুধু নীরব নয়, তারা কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন দিয়ে চলেছে। এতে মার্কিন অর্থায়নপুষ্ট ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ (পিএ) নিজের জনগণের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে চলেছে।

ফিলিস্তিনের একজন কলাম লেখক আমাকে বলেছেন, প্রতিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন করে লেখা তার একটি কলামের নিচে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য লেখায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ।

পরিবেশ একটাই উদ্বেগজনক যে আমার কিছু সাংবাদিক বন্ধু ছদ্মনামে তাঁদের লেখা প্রকাশ করছে।

নতুন শত্রু

অনেক ফিলিস্তিনের জন্য পিএর অধীনে বাস করা ও কাজ করা কঠিন।কিন্তু কেউ কল্পনাতেও আনতে পারবেন না, হত্যা ও গ্রেপ্তার এমন মাত্রায় পৌঁছাতে পারে! অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, পিএ নতুন একটা শত্রু খুঁজে পেয়েছে। সেই শত্রু ইসরায়েলি বাহিনী অথবা অবৈধ বসতি স্থাপনকারী নয়।

একজন ফিলিস্তিনি আন্দোলনকর্মী আমাকে খুব অস্পষ্টভাবে বলেছে, 'তারা (ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ) কোনো ধরনের প্রতিরোধকে সহ্য করতে রাজি নয়। পিএর অবস্থান নিয়ে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ও সমালোচক যে কাউকে তারা গ্রেপ্তার করছে।' এর সবটাই ঘটছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের চাপে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পিএর বিরুদ্ধে অথবা তারা জেনিনে যা করছে, তার বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো পোস্ট দেয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।' এদিকে জেনিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যেভাবে চিত্রায়িত করছে, সেটাকে প্রত্যাখ্যান করছে। এবং তারা বলছে তাদের প্রতিরোধ একটা দখলদার সত্তার বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিরোধ। পিএ তাদের এই কর্মকাণ্ড নিয়ে যেটাই বলার চেষ্টা করুক না কেন, পিএর মূল সেক্যুলার দল ফাতাহর একজন নেতা আমাকে বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে পিএ যে আচরণ করছে, তিনি মৌলিকভাবে তার বিরোধী। তিনি বলেছেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণের কী হলো, কী না হলো, সেটা মোটেই ভাবে না পিএ। তারা কেবল ইসরায়েল ও আমেরিকাকে বোঝাতে চায় যে পশ্চিম তীরের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম তারা।'

দখলদারির হাতিয়ার

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাক্সিওসে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জেনিনে পিএর অভিযানকে এর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হতে পারে। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এটা বোঝাতে উদ্গ্রীব যে তিনি ফিলিস্তিনসংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করতে সক্ষম।

এখন পর্যন্ত ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ পিএর এই দমন-পীড়নকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসরায়েলের টেলিভিশন চ্যানেল ক্যান এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী এ আক্রমণকে উৎসাহিত করেছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এখন পশ্চিম তীর থেকে আল-জাজিরার সম্প্রচারও বন্ধ করে দিয়েছে।

এ সংকটজনক মুহূর্তে ইসরায়েল যখন গাজা, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেনে হামলা করে চলেছে, তখন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ তাদের কঠোর পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে ইসরায়েলি দখলদারির একটি অস্ত্র হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করছে।

লুবনা মাসরওয়া সাংবাদিক এবং মিডল ইস্ট আইর ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের ব্যুরো প্রধান মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

‘সিরাত’ মেধা পরীক্ষায় সফলরা পুরস্কৃত হলেন

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরকে উপযোগী করে তুলতে প্রতিবছর ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষার আয়োজন করে সিরাত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট। শনিবার বারাসতের বিদ্যাসাগর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থেকে ওই মেধা পরীক্ষায় প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া সফল ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থার তরফে সংবর্ধিত করা হলো। এদিন প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার হিসেবে তাদের হাতে নগদ অর্থ, বই, মেডেল ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

সংস্থার প্রধান আবু সিদ্দিক খান জানান, ‘সিরাত আয়োজিত ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ১৫৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এর মধ্যে সেরা দশে পেয়েছে ৩১২ জন ছাত্রছাত্রী। অন্যদিকে বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ৬১২ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে র‍্যাংক করেছে ৫২ জন। শনিবার এইসব সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয় সিরাত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকে।’ সিরাত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এন্ড এডুকেশনাল ট্রাস্ট আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক হুমায়ুন কবির, বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল হাই, শিক্ষাবিদ ড. জাহিদুল সরকার, ড. মেহেদী হাসান, ড. মোনাজাত আলী, সেলিম দুরানি বিশ্বাস, হাজী আকবর আলী সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা সিরাতের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অত্যাধুনিক গ্যালারির সূচনা সায়েন্স সিটিতে

নায়ীমুল হক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার কলকাতার গর্ব সায়েন্স সিটিতে ‘প্রান্ত-সীমার পথে’ নাম দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর একটি অত্যাধুনিক গ্যালারির সূচনা হয়। দুতলা জুড়ে প্রায় দশ হাজার বর্গফুট বিস্তৃত এই স্টেট অব আর্ট গ্যালারি উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং সেখাওয়াত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার পরিচালক ডঃ এ এ মাও, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব সঞ্জয় কৌল, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সাইন্স মিউজিয়াম এর মহাপরিচালক এডি চৌধুরী, সমরেন্দ্র কুমার, অনুরাগ কুমার প্রমুখ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রতিদিন একটু একটু করে বিশ্বব্যাপী যে সংকটের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি তা থেকে পরিত্রাণের কী উপায়, দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কোন পরিবর্তন আনা খুব জরুরি- এ সমস্ত কিছু তুলে ধরা হয়েছে এই আর্ট গ্যালারিতে। ইকোসিস্টেম যেভাবে পরিবর্তন হয়ে চলেছে তা থেকে বাঁচতে আমাদের জীবন শৈলীতে গঠনমূলক ও সুস্থিত উন্নয়নের কথা অতি দ্রুত কিভাবে আমাদের ভাবতে হবে সেই ভাবনাও দেওয়া হয়েছে অত্যাধুনিক এই গ্যালারিতে।

সায়েন্স সিটি কলকাতার পরিচালক অনুরাগ কুমার এদিন বলেন, এটা কেবলমাত্র একটা প্রদর্শনী নয়, বরং আসন্ন সংকট থেকে বাঁচতে আমাদের নিজেদের মধ্যে এক বড়সড় সচেতনতা অভিযান। এই অভিযানে সকলের সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন। সায়েন্স সিটির এই প্রদর্শনীতে সকলকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। জলবায়ুর পরিবর্তন কেন হচ্ছে, এর প্রভাব কি, আমাদের বেশ কিছু ভুল ধারণার অপনোদনও ঘটাবে বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরি এই প্রদর্শনী। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সংকট এখনো অনেক দূরে এমন ভাবা খুব ভুল হবে। এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার দায় আমাদের সকলের, তাই আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে বলে জানান অনুরাগ কুমার।

অম্লান মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন: প্রকাশিত হল কবি অম্লান মন্ডলের কাব্যগ্রন্থ “অরুণিকা।” ৯ জানুয়ারি ২০২৫ বৃহস্পতিবার কাব্যগ্রন্থ টির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পায় ভাঙড় বই মেলায়।এদিন গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শেখ কামাল উদ্দিন। বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও তথ্য কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহিম

মোল্লা, ভাঙড় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিরুপম আচার্য, কবি কন্যা রাজশ্রী মন্ডল, স্ত্রী শ্রীলেখা নস্কর মন্ডল প্রমুখ।অম্লান মন্ডলের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের চাঁদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আড়বেলিয়া গ্রামে।

সুন্দরবনের সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে চরম দুর্নীতির অভিযোগে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে ‘শম্ভুনগর বালাহারানি সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি। এলাকার দরিদ্র কৃষিজীবি মানুষের সুবিধার জন্য ১৯৬৩ সালে এই সমবায় গঠিত হয়।অভিযোগ সমবায় শুরু থেকে আজও অবধি কোন প্রকার নির্বাচন হয়নি।ধীরে ধীরে দুর্নীতির আঁতুড় ঘর হয়ে ওঠে এই সমবায়। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বিভিন্ন খাতে টাকার গরমিল রয়েছে। সাধারণ মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও সমবায় সমিতিতে মহিলাদের সাথে খারাপ আচরণ করা হয়।এছাড়াও বিশেষ করে সমবায় সমিতির ম্যানেজার রাজু সরদার এর পিছনে রয়েছে বলে অভিযোগ।এতো অভিযোগের মধ্যে কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচনের দিন স্থীর হয়।সেই মতো আগামী পয়লা ফেব্রুয়ার নির্বাচনের দিন স্থীর হয়।মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য ৭ জানুয়ারী থেকে

১১ জানুয়ারী পর্যন্ত সময়সীমা ধার্য্য করা হয়।অভিযোগ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় জানানো হলেও সমবায় সমিতির দরজায় এক সপ্তাহের অধিক সময় তালা দিয়ে বন্ধ রাখা হয়েছে।অভিযোগ একদিকে সাধারণ মানুষের পরিষেবা যেমন ব্যহত হচ্ছে অপর দিকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া ও যাচ্ছে না সমিতি বন্ধ থাকায়।এমন ঘটনায় শনিবার দুপুরে সাধারণ মানুষজন সমিতির সামনে বিক্ষোভ অবস্থানে সামিল হয়।এলাকার সাধারণ মানুষের দাবী ‘সমিতিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে।চোরেরাই সমিতি পরিচালনা করছে।সাধারণ মানুষের টাকা মেরে চোর গুলো রাতারাতি কোটিপতি হয়েছে।এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তাঁদের আরো দাবী ‘নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাতে সমিতির পরিচালন কমিটি নির্বাচিত হয় এবং পরিষেবা ভালো হয় সে বিষয়ে তাঁরা আন্দোলনে পথে নেমেছেন। প্রয়োজন আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবেন।’

ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েত উপ প্রধান বরুণ প্রামাণিক জানিয়েছেন, ‘সমিতিতে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। সাধারণ মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি চাইছেন। সেটা বানচাল করতে ব্যস্ত সমিতির দুর্নীতিতে যারা জড়িত। বিশেষ করে ম্যানেজার রাজু সরদার।গত পাঁচ বছর আগে এক হাজার টাকা বেতনে সমবায় সমিতির ম্যানেজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়ছিল। বর্তমানে সেই রাজু কোটি কোটি টাকার মালিক!কি ভাবে সম্ভব?সমিতিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।সমিতিতে যাতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিচালন কমিটি গঠিত হয় সেই দাবীই করছি।’

অন্যদিকে সমবায় ম্যানেজার রাজু সরদার তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, ১০০ দিনের টাকা তুলে দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে চাপ দেওয়া হয়েছিল।দুর্নীতির সাথে আপোশ করিনি। যারজন্য এমন সব মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।’

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন বিমান বসু

সন্ন্যাসী কাউরী ● খড়গপুর

আপনজন: মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু।

শনিবার খড়গপুর শহরে দলীয় কর্মসূচিতে শামিল হয়ে একথা জানান তিনি। সিপিআইএম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির সম্মেলন উপলক্ষে এদিন খড়গপুর শহরে একটি মহা মিছিলের ডাক দেন সিপিআইএম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্ব।

সেই মহা মিছিলে বক্তব্য রাখেন বিমান বসু সহ অন্যান্য সিপিআইএম নেতৃত্ব। বিমান বসু বলেন, আরএসএস দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করে সাধারণ মানুষের আশু সমস্যা গুলো থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে। একইভাবে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার মানুষকে ভাতা দিয়ে, খেলা, মেলা, উৎসব করে

মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার চেষ্টা করছে। সিপিআইএম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ২৫ তম সম্মেলন উপলক্ষে এদিন মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়। খড়গপুর শহরের দুই দিন ধরে চলা সম্মেলনে অংশ নেবেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এরিয়া কমিটির নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, পলিট ব্যুরোর সদস্য বিমান বসু, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপক সরকার, তরুণ রায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তাপস সিনহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ মিছিল শুরু হলেও সাড়ে দশটা থেকে লাল ঠান্ডা কাঁধে নিয়ে নেতাকর্মীরা জড়ো হন খড়গপুর শহরে। মিছিল থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যালয়ে গুলিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ, কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, ফসলের ন্যায্য মূল্য সহ মিছিল থেকে বিভিন্ন দাবি তোলেন সিপিআইএম নেতাকর্মী সমর্থকরা। এদিন বয়সের কারণে বিমান বসু এবং দীপক সরকার হুড খোলা গাড়ি করে মিছিলে অংশ নেন।

ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচানোর দাবিতে এসডিপিআই-এর সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার রানীনগর বিধানসভার শেখপাড়া বাসস্ট্যান্ডে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা করা হয় এবং রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম বলেন, “ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও অস্তিত্বের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। এই সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র কখনো মেনে নেওয়া হবে না, এই সম্পত্তিকে রক্ষার্থে এসডিপিআই যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত। “ তিনি আরও বলেন, “সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল দীর্ঘদিন ধরে ওয়াকফ সম্পত্তি নিজেদের স্বার্থে

বেআইনি জবরদখল করতে মদদ দিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা তুলে ধরে রাজ্য সহ-সভাপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেন, “সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। জনগণ সচেতন না হলে কিছু দিনের মধ্যেই দেশের ৯৮ শতাংশ মানুষ সর্বক্ষেত্রে কর্পোরেটদের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।” দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি মাসুদুল ইসলাম বলেন, “মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গি তৈরির কেন্দ্র হিসেবে অপপ্রচার এবং মুসলিম যুবকদের ভুয়ো জঙ্গি তকমা দিয়ে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্য দেশকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চক্রান্ত। রাজ্য সরকার এই ষড়যন্ত্রের প্রতি নীরব সমর্থন দিচ্ছে।”

নদীর ধারে উদ্ধার ৩৭টি তাজা বোমা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কুনুর নদীর ধারে শুক্রবার রাতে উদ্ধার হয়েছে ৩৭টি তাজা বোমা। এই ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় দুটি ড্রামের ভেতর বিপুল পরিমাণ বোমা পাওয়া যায়।

শনিবার সকালেই ঘটনাস্থলে

পৌঁছায় সিআইডির বোম স্কোয়াড। বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়।

তবে কিভাবে এত বিপুল পরিমাণ বোমা সেখানে এল এবং এর পেছনে কারা রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে মঙ্গলকোট থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কোনও সন্ত্রাসী বা অপরাধী চক্র এই বোমাগুলি মজুত করেছিল।

এলাকার মানুষ এই ঘটনার পর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাঁরা প্রশাসনের কাছে এলাকার নিরাপত্তা বাড়ানোর এবং কড়া নজরদারির দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, পুলিশও সতর্কতা বাড়িয়েছে এবং সন্দেহভাজনদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে।

মাধ্যমিকের প্রস্তুতি শিবির উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার সকাল দশটা থেকে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আয়োজনে উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লকের করাতবেড়িয়া হাইস্কুলে এলাকার বিভিন্ন স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা এলাকার ২৯টি স্কুলের ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে শিবিরে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজি, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস,জেলা পরিষদের সদস্য অধিবাস বাগ, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার সভাপতি বুলবুল বক্সী ঘোষ, সহসভাপতি অশোক সামন্ত প্রমুখ।

মালদায় গেল সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শনিবার মালদায় দুলাল সরকার খুনের, ঘটনায় তদন্তে সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞ। সাইবার বিশেষজ্ঞ মমতা চক্রবর্তী শনিবার অভিযুক্তদের ফোন থেকে যে নমুনা সংগ্রহ হয় তা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পরীক্ষা করেন। অভিযুক্তরা কাকে কাকে ফোন করেছে বা তাদেরকে কে ফোন করেছে। মোবাইলের চ্যাটগুলি ও খতিয়ে দেখা হয় বলে সাইবার সূত্রে খবর। এদিন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সমস্ত পরীক্ষা করা হয়। মোবাইলের কথোপকথন ও চ্যাট এই ঘটনা তদন্তে অন্যতম প্রমাণ। পলাতকদের লোকেশন ট্রেস করার চেষ্টা করছে পুলিশ।

বাদনা পরব উপলক্ষে আদিবাসীদের শাড়ি বিতরণ

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব বাদনা পরব। যাহা প্রতিবছর বাংলা ২৫ শে পৌষ থেকে শুরু হয় এবং পৌষ সংক্রান্তিতে তার সমাপ্তি ঘটে। সেরূপ এ বছর ও শুরু হয়েছে আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে বাদনা পরব। সে উপলক্ষে আগে ভাগেই বাড়ির দেওয়াল সেজে উঠেছে বিভিন্ন রং বেরঙের নানান চিত্র। পাঁচদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, পূজার্চনা থেকে ধামসা মাদল বাজিয়ে নাচ গান, শুভেচ্ছা বিনিময় ইত্যাদি রীতি অনুযায়ী পালিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি বাড়ির সকল সদস্যদের মধ্যে নতুন কাপড় পরার রেওয়াজ চলে।

হাড়োয়ার বইমেলার সূচনা সুবোধ সরকারের

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: হাড়োয়া সার্কাস ময়দানে শুরু হলো বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে হাড়োয়ার তৃতীয় বছরে বইমেলা। এদিন কয়েক হাজার মানুষ ও বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয় এবারের বই মেলা। সমাপ্তি হবে ১৫ই জানুয়ারি। শনিবার বিকেল ৩টে থেকে এই শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় হাড়োয়া স্কুল মাঠ থেকে। রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত চলবে বইমেলা। এই বইমেলা কবি শাহাদাত হোসেন এবং ডঃ শহিদুল্লাহর স্মৃতিচারণে। থাকছে বিভিন্ন স্টল এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম। বই থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে তাই মানুষকে বই মুখী করতে বিশেষ আয়োজন। এই মেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হাসান মেহেদী রহমান।মেলার সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা ও সম্পাদক ফরিদ জমাদার। বইমেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং ঢোল বাজিয়ে মেলার শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার। হাড়োয়ার সকল মানুষকে এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন হাড়য়াবাসীকে মেলার সভাপতি তথা হাড়োয়া যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বই থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে, মোবাইল আসক্ত হচ্ছে যুবকরা। তাই বইয়ের দিকে মানুষকে দৃষ্টি ঘোরাতে হাড়োয়ার সার্কাস ময়দানে শুরু হচ্ছে বইমেলা। আমাদের এই বিশেষ বইমেলা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার বলেন, এইরকম একটা প্রত্যন্ত জায়গায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমার খুবই ভালো লেগেছে। আমি দেখেছি ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বহু মানুষ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লাকে, যার উদ্যোগে এই বিশেষ মেলা। আমি সবাইকে বলব বই পড়ুন বই পড়লে অনেক কিছু জানা যায় শেখা যায়। আজ মোবাইল হয়ে মানুষ বইয়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পঞ্চায়েত সদস্য অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: হুড় মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো টালির বাড়ি সাদিখান দেয়ার অঞ্চলে।অসহায় পরিবারের পাশে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার আনোয়ার হোসেন। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির সাদিখান দিয়ার গ্রাম পঞ্চায়েতের নওদাপাড়া এলাকায় হঠাৎ হুর মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ি গতকাল রাত্রে। হঠাৎ বাড়ি ভেঙে পড়ায় সেই বাড়ির সদস্যরা খোলা আকাশের নিচে দিনযাপন করছিলেন

সেই কথা জানতে পারেন স্থানীয় মেম্বার আনোয়ার হোসেন তার পরেই তড়িঘড়ি ছুটে যায় ওই অসহায় পরিবারের কাছে পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতা ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন পরিবারের হাতে,এবং সবরকম ভাবে পরিবারের পাশে থাকারও আশ্বাস দেন মেম্বার আনোয়ার হোসেন,তিনি আরো বলেন প্রধানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে প্রধান বিশেষ কাজে একটু ব্যস্ত আছেন অবশ্যই আজকে আসবেন এবং খুব শীঘ্রই বিডিওর সঙ্গে কথা বলে এই পরিবারের ঘর পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব আমরা তবে জানান মেম্বার আনোয়ার হোসেন।মেম্বারের সাহায্য পেয়ে খুশি অসহায় পরিবারের সদস্যরা।

হরিহরপাড়ায় শীতবস্ত্র বিলি

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: তারিফা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ১৪ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির,শীতবস্ত্র বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও কৃতি ছাত্রীদের সম্বর্ধনা সহ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ট্যাংরামারী আশিয়ানা আশ্রম প্রাঙ্গনে।উপস্থিত ছিলেন সাংসদ আবু তাহের খান, অতিরিক্ত জেলা শাসক জেলা পরিষদ সামসুর রহমান,বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া, জেলা পরিষদের সদস্য জিলার রহমান এবং লাজিনা, আইসি অরূপ কুমার রায়, বহরমপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তারিফা মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সম্পাদক আইজুদ্দিন মণ্ডল, বহরমপুর সদর সিআই প্রসেঞ্জিত দত্ত, তারিফা ট্রাস্টের সভাপতি আয়েশা সিদ্দিকা, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হালিম মন্ডল, মাহবুবা খাতুন প্রমুখ। এদিন ৫০ জন সদস্যরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

দুঃস্থ পড়ুয়াদের অর্থ সাহায্য

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বই কেনার জন্য প্রদান করা হলো আর্থিক সাহায্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের তরফে এদিন এই আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্লকের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। স্বয়ং ব্লক সমষ্টি অন্য আধিকারিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে চেক তুলে দেন।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: হাম্মুরাবি: ব্যাবিলনীয় সভ্যতার এক আদর্শবাদী রাজা
- নিবন্ধ: ফাঁসিকাষ্ঠে তেরো হাজার আলেম
- অণুগল্প: ধ্যান ধ্যান খেলা
- বিশেষ প্রতিবেদন: স্বপ্ন ভাঙার শব্দ
- ছড়া-ছড়ি: 'তোমার যেটুকু ইচ্ছে'

আপনজন ■ রবিবার ■ ১২ জানুয়ারি, ২০২৫

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার এক আদর্শবাদী রাজা

হাম্মুরাবি

মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে সম্রাট হাম্মুরাবি হলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। খ্রিস্টপূর্ব ১৮১০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায় জন্ম নেওয়া হাম্মুরাবি ছিলেন ব্যাবিলনিয়ার প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা। তিনি আদর্শবাদী রাজা বলেও সুপরিচিত। লিখেছেন **মহসিন আলম।**

মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে সম্রাট হাম্মুরাবি হলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। খ্রিস্টপূর্ব ১৮১০ অব্দে মেসোপটেমিয়ায় জন্ম নেওয়া হাম্মুরাবি ছিলেন ব্যাবিলনিয়ার প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা। তিনি আদর্শবাদী রাজা বলেও সুপরিচিত। তবে হাম্মুরাবি ইতিহাসের পাতায় সবচেয়ে বিখ্যাত হয়ে আছেন তার প্রণীত আইন হাম্মুরাবি কোডের জন্য। এছাড়াও প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ইতিহাসে তিনিই প্রথম শাসক, যিনি জয়লাভের পর বিদ্রোহ ছাড়াই সফলভাবে সমস্ত মেসোপটেমিয়া নিজ শাসনের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন।

হাম্মুরাবির উত্থান

প্রাচীন আমোরাইটরা ছিল যাযাবর এক জাতিগোষ্ঠী, যারা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দিকে 'এবার নারি' (আধুনিক সিরিয়া) নামক উপকূলীয় অঞ্চল থেকে এসে মেসোপটেমিয়ায় থিতু হয়। ক্রমে ক্রমে তারা ক্ষমতা দখল করে খ্রি. পূ. ১৯৮৪ অব্দের দিকে ব্যাবিলনের রাজ সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হয়। আমোরাইট রাজবংশের পঞ্চম রাজা, সিন-মুবাল্লিত প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় এক শাসক হলেও রাজ্য বিস্তার কিংবা দক্ষিণে প্রতিদ্বন্দ্বী শহর লারসার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম ছিলেন।

উল্লেখ্য, লারসা ছিল তৎকালীন পারস্য উপসাগরের সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য কেন্দ্র। ব্যবসা বাণিজ্য চাঙ্গা থাকায় শহরটি প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার বেশিরভাগ শহর ছিল লারসার নিয়ন্ত্রণে। সম্রাট সিন-মুবাল্লিত লারসা দখলের উদ্দেশ্য আক্রমণ করলে লারসা সম্রাট প্রথম রিম সিনের কাছে তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। ব্যর্থতার এই গ্লানি সইতে না পেরে সিংহাসন থেকে পদত্যাগ করেন সিন-মুবাল্লিত, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার কাছ থেকে সিংহাসন প্রাপ্ত হন হাম্মুরাবি।

হাম্মুরাবির শাসন

ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি রাজ্য মানচিত্রের খোলনলচেই পাল্টে দেন। হাম্মুরাবি সিংহাসনে আরোহণের সময় ব্যাবিলন রাজ্যে কেবল ব্যাবিলন, কিশ, সিপ্পার এবং বরসিপ্পা শহরগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পর পর কতগুলো সফল সামরিক অভিযান ও রাজনৈতিক কূটকৌশলের মাধ্যমে তিনি কিছু শহরের দখল নিয়ে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যরেখা আরও বিস্তৃত করেন। হাম্মুরাবি তার প্রশাসনিক কাঠামো সুবিন্যস্ত করতে পূর্ণ মনোযোগী ছিলেন। পিতার দেখানো পথে হাঁটার পাশাপাশি তিনি শহরের দেয়াল আরও প্রসারিত ও উঁচু করেন। জনগণের চাহিদার প্রতি তিনি ছিলেন সদা সতর্ক ও যত্নবান। উন্নত সেচ এবং তার নিয়ন্ত্রণাধীন শহরগুলোর অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি দেবতাদের জন্য দৃষ্টিনন্দন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তিনি। এই ফাঁকেই তিনি তার সৈন্যদের নির্দিষ্ট একটি ক্রমানুসারে সাজিয়ে মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে প্রচারাভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন।

এরই মধ্যে এলামীয়রা মেসোপটেমিয়ার কেন্দ্রীয় সমভূমিতে পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করলে হাম্মুরাবি তাদের পরাজিত করার জন্য লারসার সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ওই যুদ্ধে পরাস্ত হয় এলামীয়রা। এলামীয়দের হারানোর পর তিনি লারসার সাথে সন্ধি ভেঙে দেন। এরপর নিপ্পুর এবং লাগাশের মতো অন্যান্য শক্তিশালী নগর-রাজ্যের সাথে জোট গঠন করে লারসার দখলে থাকা উরুক এবং ইসিন শহর নিজের করায়ত্বে নিয়ে আসেন। উরুক এবং ইসিন জয় করার পর তিনি নিপ্পুর এবং লাগাশের সেনাবাহিনী নিয়ে সরাসরি লারসায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লারসাও মাথা নত করে তার সামনে। পরাক্রমশালী লারসার রাজা প্রথম রিম সিনের পতনের পর ব্যাবিলনে হাম্মুরাবি বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস আর কারও ছিল না।

মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণাংশ নিয়ন্ত্রণে চলে আসায় তিনি এবার নজর দেন উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলগুলোর দিকে। সিরিয়ায় মারির অ্যামোরাইট সাম্রাজ্য দীর্ঘদিন ধরে ব্যাবিলনীয় আমোরাইট সাম্রাজ্যের মিত্র ছিল। সিরিয়ার সম্রাট জিমরি-লিমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন হাম্মুরাবি। জিমরি-লিম মেসোপটেমিয়ার উত্তরে সফল সামরিক অভিযান চালিয়ে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছিলেন। ফলে মারি পরিণত হয় মেসোপটেমিয়ার অন্যতম সম্পদ ও ঐশ্বর্যশালী শহরে। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত মারি ছিল তৎকালে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। তাই যে কেউ এই শহরের দখল নিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।

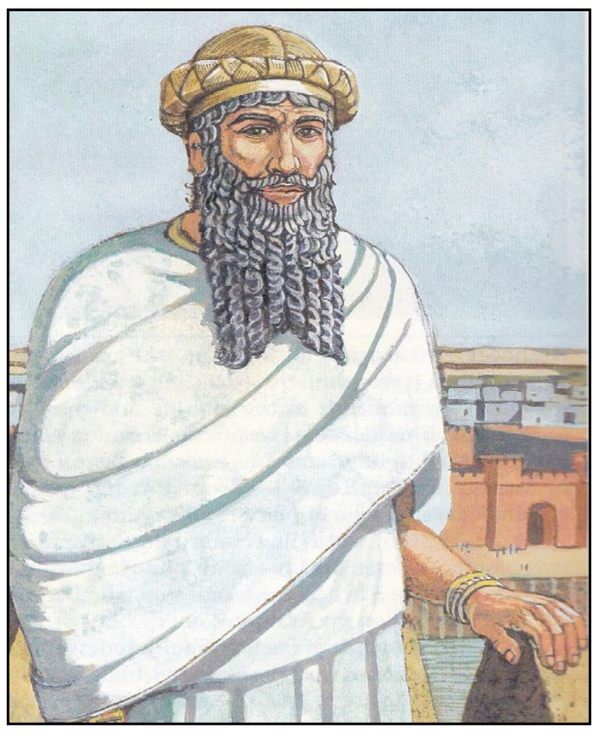

১৭৬১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হাম্মুরাবি মারিতে আক্রমণ করেন। কিন্তু কিছু বিশেষ কারণে তিনি এই শহর জয়ের বদলে ধ্বংস করে দেন। অন্যান্য বিজিত শহর দখল নেওয়ার পর তা মেরামত ও সংস্কার করা হতো। কিন্তু হাম্মুরাবি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ এক বাণিজ্যকেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মাঝে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। তবে অনেকেই মনে করেন, ব্যাবিলন শহরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর জন্য তিনি মারিকে ধ্বংস করার পথ বেছে নেন। কারণ, তখনকার সময় ব্যাবিলনের সাথে সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মারি।

হাম্মুরাবি কোড

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নগর দখলে জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করলেও, তার আমলের শিলালিপি, চিঠিপত্র এবং রাজনথি ঘাঁটলে দেখা যায়, তিনি প্রজাদের উন্নয়ন ও কল্যাণসাধনে ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তাকে 'ভূমিনির্মাতা' উপাধিতে ভূষিত করার প্রমাণও পাওয়া যায়, কারণ তিনি সমগ্র অঞ্চলে বহু ভবন এবং খাল নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সম্রাট হাম্মুরাবি আইন-কানুনের লিখিত অনুশাসনও তৈরি করেছিলেন, যা ইতিহাসে 'হাম্মুরাবি কোড' নামে পরিচিত।

এই হাম্মুরাবি কোডে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অন্যায়ের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি বরাদ্দ ছিল। ব্যাবিলন ও তার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেক নাগরিককেই মেনে চলতে হতো প্রণীত সেই নীতিমালা। এ নীতিমালাকে স্থায়ী দলিল হিসেবে রূপ দিতে তা খোদাই করা হয়েছিল পাথরে। এগুলোর মধ্যে কিছু আইন ছিল এরকম-

যদি কোনো ব্যক্তি মন্দির বা সম্রাটের সম্পত্তি চুরি করে, তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। চুরির মাল যার কাছে পাওয়া যাবে, তার জন্যও একই শাস্তি বরাদ্দ।

কোনো ব্যক্তি কারও দাসী হরণ করলে, তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। পলাতক দাসকে কেউ আশ্রয় দিলে, তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

যদি কেউ কোনো ব্যক্তির কাছে ঋণজালে আবদ্ধ থাকে, তাহলে

প্রস্তরখণ্ডে হাম্মুরাবি কোড

তার স্ত্রী, পুত্র, বা কন্যা ওই ব্যক্তির কাছে তিন বছর দাস-জীবন যাপন করতে বাধ্য থাকবে।

এরকম প্রায় ২৮২টি আইন লিপিবদ্ধ করে রাজার কাছে পেশ করেন সভাসদেরা। চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই ও কাটছাঁটের পর আইনগুলোকে অনুমোদন দেয়া হলে ব্যাবিলনজুড়ে কার্যকর হয় ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন আইন 'হাম্মুরাবি কোড'। তবে মজার ব্যাপার হলো, হাম্মুরাবির প্রণীত আইন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন আইন নয়। উর-নাম্মু, এশনুন্নার আইন, এবং লিপিত ইশতারের আইন হাম্মুরাবির আইনের চেয়ে প্রাচীন আইন। নিঃসন্দেহে এই আইন প্রাচীন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

১৯০১ সালে এলামীয়দের প্রাচীন রাজধানী সুসা থেকে আবিষ্কার করা হয়েছিল এই অমূল্য রত্ন। মোট ১২টি পাথরের টুকরোয় লেখা এই আইন সংকলন পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন আইন হিসেবে সুপরিচিত। আক্কাদীয় ভাষায় লেখা এই আইনগুলো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন যে কেউ পড়তে পারতেন।

হাম্মুরাবির মৃত্যু ও উত্তরাধিকার

১৭৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৃদ্ধ হাম্মুরাবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি রাজসিংহাসনের গুরুভার তার পুত্র সামসু-ইলুনাকে সঁপে দেন। দিন যত গড়াচ্ছিল, সম্রাটের অবস্থার তত অবনতি হচ্ছিল। ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন হাম্মুরাবি। মৃত্যুর পর পিতার অর্জিত রাজ্য সীমারেখা ধরে রাখতে পারেননি তার সন্তান সামসু-ইলুনা। বার বার শত্রুদের আক্রমণে ক্রমশ অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে। হাম্মুরাবি তার জীবদ্দশায় যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তার মৃত্যুর এক বছরের মাথায় অনেক নগর ও শহর তাদের স্বায়ত্তশাসন ঘোষণা করে। পরবর্তীতে হাম্মুরাবির উত্তরসূরিরা কেউই পুরো রাজ্যকে আর একত্রিত করতে পারেনি।

ফাঁসিকাষ্ঠে তেরো হাজার আলেম

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পর ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশের মুসলমানরা ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার জন্য তাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে। সিপাহি বিদ্রোহ ছিল একটি উপলক্ষ মাত্র। আসলে শাহ ওয়ালীউল্লাহর নতুন ও বিপ্লবী ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সমগ্র উপমহাদেশে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের যে কার্যক্রম শুরু হয় এবং যাতে নেতৃত্ব দেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী। তারই সূত্র ধরে সারা ভারতে আলেম সমাজের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি পায়। ইসলামকে তারা উনিশ শতকের ভারতবর্ষের জাতি-বর্ণ নির্বিশেষ সকল মানুষের জন্য রাজতন্ত্রের পরিবর্তে একটি পরামর্শভিত্তিক যথার্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিসম্পন্ন নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ উদ্দেশে সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে জেহাদি আন্দোলনও শুরু হয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের শাহাদত বরণের ফলে এ আন্দোলন একটা বড় রকমের ধাক্কা খাওয়ার পর শেষ হয়ে যায়নি, বরং ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাকেন্দ্র ও শাহ আব্দুল আজিজের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকে অজস্র আলেম দেশের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ এই আলেমগণের জেহাদি প্রেরণাকে উজ্জীবিত করে। জিহাদ ও সংঘর্ষে ইংরেজের বিরুদ্ধে সর্বত্র তাঁরা জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সেই সময়টা তাঁদের অনুকূল ছিল না। বহিরাগত ইংরেজের কার্যক্রম, শক্তি, জ্ঞানবত্তা ও তাদের পরিচালিত ব্যবস্থা সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের আরো গভীর জ্ঞান ও পর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল। বলা যায়, শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে অনেকটা অন্ধকারেই ছিলেন তাঁরা। যার ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজ তার আসল শত্রুকে ঠিকমতো চিনতে ভুল করেনি। ফলে সারা দেশে প্রায় তেরো হাজার আলেমকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়। এডওয়ার্ড টমাস দিল্লী শহরের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন- একমাত্র দিল্লী শহরে হৃদয় বিদায়শ্রষ্ঠ আলেমকে শুলবিদ্ধ করা হয়েছিল। জল্লাদদের বাধ্য করা হতো যাতে তারা বেশি সময় পর্যন্ত লাশ শুলের ওপর টাঙিয়ে রাখে। ময়দানে প্রতিষ্ঠিত মূলদশুগুলো থেকে বারবার লাশ নামানো হচ্ছিল। আর তা দেখে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ইংরেজদের কলিজা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে উলামায়ে দেওবন্দ

ব্রিটিশদের গোয়েন্দা রিপোর্টে উলামায়ে দেওবন্দকে প্রথম শ্রেণীর ব্রিটিশ বিরোধী ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উলামায়ে দেওবন্দ ছিলেন ব্রিটিশদের মহাশত্রু। তাই এবার উলামায়ে দেওবন্দ সম্পর্কে ব্রিটিশদের গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে মন্তব্য পেশ করছি:-

১) মাওলনা ওবাইদুল্লাহ সিন্ধি: ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন লাহোরের সংগ্রামী ছাত্রগণ ফেরার হয়ে ভারতীয় উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হল, তখন সে লাহোরে অবস্থান করছিল। সে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের পাক্কা মুরীদ। হজরত মাওলানা উপর সে প্রভাব বিস্তার করল এবং তাঁকে ইসলামী ঐক্য-আন্দোলনের জবরদস্ত প্রচারকের ভূমিকায় নামিয়ে দিল। সে যোগদান করত দেওবন্দের গোপন পরামর্শসভায়। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে সে কাবুলে উপস্থিত হল। প্রিন্স ইনায়াতুল্লাহ, সর্দার নসরুল্লাহ খান এবং আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাছাড়া, জার্মান-মিশনের সদস্যবৃন্দের সঙ্গেও কাবুল সিভিল হাসপাতালে যোগাযোগ করল। সাক্ষাৎকার গোপনেই হয়েছিল। উবাইদুল্লাহ এবং মাওঃ আব্দুর রহিম মিশনের জার্মান এবং অস্ট্রিয়ান সদস্যদেরকে স্বাধীন এলাকার কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। সে তো ভারত থেকে এসেছিল জেহাদের মনোভাব নিয়ে আর সারা আফগানিস্থানকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে। ১৯১৬ সালে জুলাই মাসে সে আব্দুল হকের মাধ্যমে হায়দ্রাবাদের শাইখ আব্দুর রহিমকে 'রেশমী চিঠি' পাঠিয়েছিল। ঐ চিঠি ফাঁস হয়ে গেল ব্রিটিশ হস্তাগত হল। 'জুনুদে রব্বানীয়া' (Muslim Saltion Army)-র তালিকায় উবাইদুল্লাহ 'সালার' (GENERAL)- এর কাবুলস্থ প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত। গোয়েন্দার মতে GENERAL হচ্ছেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার মাওলানা উবাইদুল্লাহ (রহঃ) প্রমুখের নামে ভারতীয় ফৌজদারী বিধির ১২১ (ক) ধারা অনুসারে মামলা দায়ের করেছিল। আলেমদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আর্জিতে বলা হয়ে ছি যেঃ- হিজ ম্যাজিস্ট্রির সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই এর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, লড়াই করতে সাহায্য করা। ওরা ভারতীয় মুসলমানকে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে' বা অন্য পদ্ধতিতে ধর্মীয় উন্মাদনায় বিহ্বল করে' তুলেছে, সীমান্তের উপজাতি এবং আফগানদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। ওরা দেশের সাধারণ মানুষকেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। (তাহরীকে শায়খুল হিন্দ, পৃষ্ঠা-১৮৮/৮৯)

২) শওকত আলি মওলবী: এ হচ্ছে কুখ্যাত মুহাম্মাদ আলি এম, এ, অফ 'কমরেড'- এর ভাই। এক্সাইস ডিপার্টমেন্টে আগে সে চাকুরী করত। উবাইদুল্লাহর একনিষ্ঠ সঙ্গী। কথিত আছে, শেষোক্ত ব্যক্তির কাবুল-সফরের সময় 'ও' তাকে অর্থ সাহায্য করেছিলে।.... গ্রেফতার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'আনজুমানে খুদ্দামে কাবা'র সেক্রেটারী ছিল সে। তাকে এবং তার ভাইকে মধ্যপ্রদেশে ১৯১৫ সালে নজরবন্দ করা হয়েছে। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র ফিরিস্তিতে 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' রূপে 'ওর' নাম পাওয়া গেছে।

৩) হসরত মোহানী:- কুখ্যাত লেখক স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থক। আবুল কালাম আজাদ, উবাইদুল্লাহ, মুহাম্মাদ আলি (কমরেড পত্রিকার সম্পাদক) এবং শওকত আলির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এই ব্যক্তি। আধুনাপুপ্ত 'উর্দু-এ-মুআল্লা'র সম্পাদক। জানা গেছে ও ষড়যন্ত্রের অংশীদার হয়েছিল।

৪) আব্দুল বারী মওলবী, ফিরিঙ্গিমহল লক্ষ্ণৌ:- 'আনজুমানে খুদ্দামে কাবা'র সভাপতি ইসলামী ঐক্য-আন্দোলনের উগ্রপন্থী সমর্থক। লোকটি মাওঃ মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তারই মতের অনুসারী ছিল। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র 'লেফটেন্যান্ট কর্ণেল' পদাধীকারী।

৫) গোলাম রাসূল মওলবী: দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যাপক। মনে হচ্ছে, মাওঃ মাহমুদুল হাসানের ষড়যন্ত্রী দলের সেও অন্যতম সদস্য।

৬) হুসাইন:- জিদ্দার পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করে উবাইদুল্লাহ হজরত মাওলানাকে যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে এই নাম রয়েছে। এ হচ্ছে হুসাইন আহমদ মাদানী। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায় এ লোকটি 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' রূপে চিহ্নিত। এই বংশ আসলে ইউ, পির ফইজাবাদ জেলার। তবে ১৮৯৯ সালে ওরা আরবে হিজরত করেছিল। মওলবী হুসাইন আহমদ মাদানী মুফতি ভারত ত্যাগের পূর্বে সে অধ্যপনা করত দেওবন্দে। সে মাওঃ মাহমুদুল হাসানের পাক্কা মুরীদ-জেহাদের জবরদস্ত প্রচারক। মক্কার শরীফ হুসাইনের নির্দেশে ১৯১৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর বা তার কাছাকাছি নাগাদ ঐ ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। তারপর তাকে জিদ্দায় পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাকে ১৯১৭ সালের ১২ই জানুয়ারি মিশরে প্রেরণ করা হয়।

৭) আনওয়ার শাহ মওলবী:- দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম অধ্যাপক, কাশ্মিরী, বিখ্যাত আলিম। দেওবন্দে তাঁর সম্মান খুব বেশি। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের এও এক সমর্থক। মনে হচ্ছে, এম, আনওয়ার শাহও চক্রান্তের অংশীদার।

৮) মাদ্রাসা সওলাতীয়া: মক্কার বিখ্যাত আরবি মাদ্রাসা। ভারত থেকে সংগৃহীত চাঁদার দ্বারা এর ব্যয় নির্বাহ করা হয়। এর কিছু শিক্ষক এবং ছাত্র যাদের অনেকেই ভারতীয়- ১৯১৫ সালে মাওলানা মাহমুদুল হাসানের জেহাদি ষড়যন্ত্রে যোগদানকরেছিল।

৯) নাসির আহমদ হা-ফিজ দেহলবী: এ লোক দিল্লীতে এক বড় দরের পীর। মাওঃ মাহমুদুল হাসান পরিচালিত ষড়যন্ত্রে এ লোকটি ভালভাবেই অংশগ্রহণ করেছির।

৩১০) সুলাইমান সৈয়দ নাদভী: মওলবী শিবলী নুমানীর অনুগত। তার 'নাদওয়াতুল উলামা' নামক প্রতিষ্ঠানের একান্ত সহযোগী। দারভাঙ্গা মাদ্রাসা ইমদাদিয়ায় সৈয়দ মুর্তাজা হুসাইন চাঁদপুরীর নিকট সে শিক্ষালাভ করেছিল। পরে পুনা কলেজের উফেসার হয়েছে। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র ফিরিস্তিতে এ ব্যক্তি মেজর জেনারেল রূপে চিহ্নিত।

১১) খলিল আহমদ মাওলানা:- ওরফে খলিলুর রহমান অফ মাদ্রাসা ইসলামীয়া, সাহারানপুর। খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র এই মওলবী। ভারতে তার মুরীদ-ভক্ত অজস্র। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে আরবে অবস্থানকালে এ লোক মাওঃ মাহমুদুল হাসানের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করল; গালিব পাশার ব্যাপারেও জড়িয়ে ফেলল নিজেকে। বিশ্বাস করা যায়, মক্কার ধরমপুর রেবাতে জিহাদ সংক্রান্ত বৈঠকে ওর যোগাযোগ ছিল।

১২) হাজি সাহেব তুরঙ্গজয়:- হজরত মাওলানার প্রতি উবাইদুল্লাহ যে পত্র লিখেছিল, তাতে কেবল 'হাজি' নামের উল্লেখ আছে। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায় এ ব্যক্তি 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' রূপে চিহ্নিত। ওর আসল নাস 'ফজল অহেদ' উগ্র কট্টরপন্থী। সরকার বিরোধীতার ভাবাবেগ ওর মধ্যে প্রচণ্ড। মাওঃ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর ইঙ্গিতে ১৯১৫ সালে স্বাধীন এলাকায় চলে গিয়ে ছিল।.. কাবুল ষড়যন্ত্রী দলের সঙ্গেও 'ওর' যোগাযোগ আছে। পানিপথের এম, হামদুল্লাহ এবং লাহোর সুফী মসজিদের মওলবী আহমদের মাধ্যমে দেওবন্দ পার্টি থেকে সে সাহায্য লাভ করেছে।

১৩) মাদ্রাসা:- হজরত মাওলানার নামে লিখিত পত্রে এই শব্দের উল্লেখ আছে। এর অর্থ দেওবন্দের আরবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটা স্থাপন করেছিল মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম। দেওবন্দ সাহারানপুর জেলায় অবস্থিত। রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্রে যেসব মওলবী জড়িত, তারা প্রায় সকলেই এই মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত। পরে এই মাদ্রাসা ইসলামী ঐক্য আন্দোলন তথা জেহাদি তৎপরতার দুর্গে পরিণত হয়েছে।

১৪) ক্বা-সিমুল মাআরিফ:- দেওবন্দস্থিত 'জমিয়াতুল আনসার' তথা প্রাক্তন ছাত্র সংস্থার কলকাতা শাখার নাম।.... বলকান যুদ্ধের সময় এই সোসাইটি 'হেলাল আহমর' নামক তুর্কী সংস্থার উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করার ব্যাপারে বড়ই তৎপরতা দেখিয়েছে। (এম, উবাইদুল্লাহ করাচীতে এই নামে যে সংগঠন গড়েছিলেন, সেটা কিন্তু এই সংস্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র)

১৫) রশীদুল্লাহ পীর ঝাণ্ডেওয়ালা:- হায়দ্রাবাদ জেলায় হালা তাহশীলের অন্তর্গত গোঠ পীরঝাণ্ডার অধিবাসী বিখ্যাত সিন্ধী পীরসাহেব। অত্যন্ত উগ্রপন্থী উন্মাদনায় ভরপুর। সিন্ধু, কাথিওয়াড়, বেলুচিস্তান, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি এলাকায় তার ছয় লক্ষ মুরীদ আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ছ'সাত বছর আগে এই পীর ধর্মীয় উন্মাদনা প্রকাশ করত, বক্তৃতার মাধ্যমে ইংরেজি কৃষ্টি-ঐতিহ্য তথা খ্রিস্টান ধর্মের ভুলত্রুটির সমালোচনা করত।... তুর্কিদের সাফল্য সম্পর্কেও ঐ পীর কথাবার্তা বলত। সম্ভবত উবাইদুল্লাহর কুপ্রভাবে ও এইসব বাজে কথা বলে বেড়াত।

উবাইদুল্লাহ সরে যাওয়ার পর থেকে লোকটি নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে পড়েছে। পরবর্তী তদন্তে জানা গেছে, পীর রশীদুল্লাহর যোগাযোগ দেওবন্দী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গেও ছিল। এরূপ শোনা যায়, ঝাণ্ডেওয়ালা পীর ধর্মযুদ্ধের শপথ নিয়ে থাকে মুরীদ ভক্তদের থেকে।

১৬) আনসারী ডাক্তার: 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায়-এ লোকটি 'লেফটেন্যান্ট জেনারেল' রূপে চিহ্নিত।.... ১৯১৩ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তুরস্কের সাহায্যার্থে যে 'ভারতীয় মেডিকেল মিশন' রওনা হয়েছিল, এ ব্যক্তি তারই লিডার এবং অর্গানাইজার। (এ লোক) হাকিম আব্দুর রাজ্জাকের ভাই মাওঃ মাহমুদুল হাসানের গোঁড়া ভক্ত। প্যান-ইসলামীজমের ঘোর সমর্থক ভারতস্থ তুর্কী অনুরাগীদের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর মুসলমান।

১৭) ইবরাহিম মওলবী অফ শিয়ালকোট: শিয়ালকোটের মিস্ত্রী কাদির বকসের পুত্র খ্যাতনামা, প্রভাবশালী এবং উগ্রপন্থী প্রচারক। ভারতে এ লোক সফর করে। ওহাবীদের সভায়, ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিতর্কমূলক সমাবেশ ঝাঁঝাঁলো বক্তৃতা দিয়ে থাকে। এম, ইবরাহিম সম্পর্কে সন্দেহ করা হচ্ছে, ব্রিটিশ-বিরোধী প্রোপাগান্ডায় ওর হাত রয়েছে। 'জুনুদে রব্বানীয়া'র তালিকায়এ লোক 'কর্ণেল' পদবাচ্য।

১৮) সৈয়দ হাদী: মাওঃ মাহমুদুল হাসানের আরব যাত্রা করার পর এই ছিল টাকাকড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্রের জিম্মাদার। হাদী হাসান মাওঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতি আজিজুর রহমানের ভক্ত মুরীদ। ষড়যন্ত্রী দলের সে একজন সদস্য। কথিত আছে, হাদী হাসান ঐসব ফরমান ছাড়াও এম, মাহমুদুল হাসানের লেখা এক চিঠিও এনেছিল যেটা লেপের মধ্যে সেলাই করা অবস্থায় ছিল। প্রথম তল্লাসীর সময় ওটা পুলিশের নজরে পড়েনি। এম, খলিল আহমদ ব্যাপারটা জানতে পারল, তখনই ওটা নষ্ট করে ফেলল।

১৯) রায়ওয়ালা মাওলানা: হজরত মাওলানার নামে উবাইদুল্লাহ যে চিঠি লিখেছিল তাতে এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যক্তি সম্ভবতঃ ইউ, পির সাহারানপুরের অন্তর্গত রায়পুরের মৌলবী আব্দুর রহিম। 'মাওলানা রায়পুরী' নামেই এ লোক প্রসিদ্ধ। সে অংশগ্রহণ করেছিল মাওঃ মাহমুদুল হাসানের জিহাদ পরিকল্পনায়। তবে ভারত থেকে হিজরতের বিরোধী ছিল সে। দেওবন্দ মাদ্রাসা কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল ঐ ব্যক্তি। মনে হচ্ছে, মাওঃ মাহমুদুল হাসানের হাসানের অনুপস্থিতিতে তাকে সহ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। টাকাকড়ি সংগ্রহ করা এবং হামদুল্লাহর কাছে তা পৌঁছে দেওয়া ঐ ব্যক্তির দায়িত্ব ছিল।

পরবর্তী অংশ আগামী সপ্তাহে

কৃতজ্ঞতা: নিউ লেখা প্রকাশনী

স্বপ্ন ভাঙার শব্দ

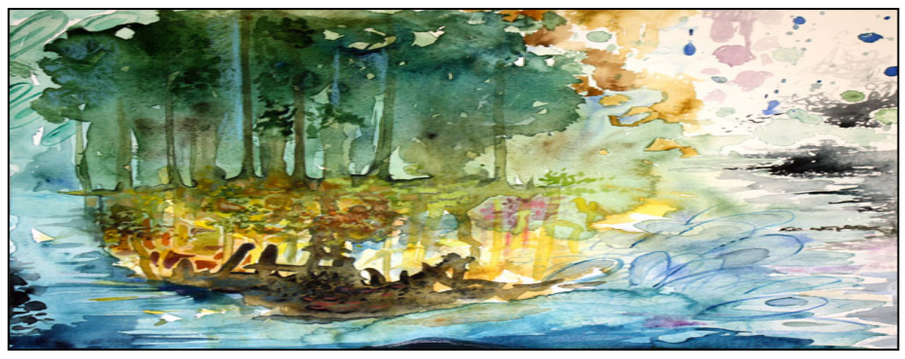

সনাতন পাল

স্বপ্ন নিয়েই মানুষ বাঁচে। স্বপ্ন নিয়েই সে ঘর বাঁধে। স্বপ্নের কারণেই ঘরছাড়া হয়। মানুষই একে অপরের স্বপ্ন কে ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। আবার সেই মানুষই মানুষকে স্বপ্ন পূরণে চলার পথ দেখায়। নিজের বলতে থাকে শুধু কর্ম। কর্মের ব্যপ্তি নির্ভর করে সামর্থ্যের উপরে। এই কর্ম এবং সামর্থ্যই মানুষকে শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেয়। সামর্থ্য কর্মকে যখন পিছুটানে তখন চলার পথে পা মচকে ব্যক্তি পড়ে যায়। সেখান থেকে উঠে আবার পূর্বের গতিতে চলা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে যদি কখনও সাফল্য এসে হাজির হয়, তখন মানসিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটে, যা শারীরিক শক্তিকে বেশ খানিকটা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে সেই সাফল্য সকলের সামনে আসবেই এমনটাও নয়। অর্থাৎ ব্যক্তির সামনে সময়ের ব্যবধানে নানা রকমের পরিস্থিতি আসবে। সব রকম পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রস্তুত রাখাটা জরুরি হলেও সকলে সেটা করতে পারি না।

মন থেকে স্বপ্ন দেখা যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন বাঁচার আকাঙ্খাও আর থাকে না। সেই স্বপ্ন যখন ভেঙে যায় তখন হৃদয় বিদারক যে যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, সেই কষ্ট অনেক সময় এমন ভাবে মানুষের ইচ্ছের উপরে প্রভাব ফেলে যে ইচ্ছে তখন বাঁচার দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। স্বপ্ন ভাঙার শব্দের কম্পন হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায়, তখন আমাদের মনের ভেতরে অনেক সময় দূরন্ত সমুদ্রের মত অসংখ্য ঢেউ সৃষ্টি হয়। সেই ঢেউয়ে দক্ষ নাবিকের মত আমরা কজনই বা জীবন তরী বইতে পারি!

আমেরিকান লেখিকা এ্যাশলি স্মিথ বলেছেন," জীবন সৌন্দর্যে পূর্ণ। মৌমাছির দিকে তাকাও, শিশুরদের হাসি মুখের দিকে তাকাও। বৃষ্টির ঘ্রাণ নাও, বাতাসের স্পর্শ নাও। জীবন কে পূর্ণ ভাবে উপভোগ করো আর নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজনে লড়াই করো।" একথা যেমন অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, তেমনি বিশ্বখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলবার্ট ইলেসের এই কথাও মিথ্যে নয়, "তোমার জীবনের সেরা মূহুর্ত সেটাই যখন তুমি বুঝবে যে, তোমার সমস্যার দায় তোমার একার। যখন তুমি বুঝবে তোমার সমস্যার জন্য তোমার অভিভাবক, সমাজ বা সরকার দায়ী নয়। যখন তুমি বুঝবে, তোমার স্বপ্ন তোমাকেই পূরণ করতে হবে।" কিন্তু বাস্তবে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণাও কম নয়। অনেক সময় স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভেঙে যাওয়া পাখির বাসার মত জীবনটাও ছন্নছাড়া হয়ে যায়।

আমারা নদীর পাড় ভাঙার শব্দ হয়তো অনেকেই শুনেছি। ভাষার আধুনিক ভাবধারায় নানা কায়দায় বাক্যে বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে নিজের মতো করে সে দৃশ্যের বর্ণনাও হয়তো অনেকে করতে পারবেন। সেই বর্ণনা থেকে দূরের অনেকে সেই দৃশ্য সম্পর্কে অনেকটা ধারণাও করতে পারবেন। কিন্তু প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের হাজার হাজার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেই শব্দ কি কেউ কখনও শুনেছি ? উত্তর টা 'না 'হবে। কারণ স্বপ্ন ভাঙার শব্দ কখনও কানে শোনা যায় না, সেটা কেবল হৃদয় দিয়েই অনুভব করতে হয়। আর এই অনুভূতি যার যত বেশি তাঁর মনের যন্ত্রণাও তত বেশি। স্বপ্ন ভাঙে তখনই যখন দেখা স্বপ্ন কে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যক্তির ভেতর সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু স্বপ্ন এমন একটা বিষয় যা কার্যকরী করার সামর্থ্য না থাকলেও সেই ব্যক্তির স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয় না। মন তো কারো কথা শোনে না, সে তো আপন খেয়ালেই চলে। আশা-প্রত্যাশাকে বাস্তব রূপ দেবার সামর্থ্যের দূরত্ব যত বাড়বে স্বপ্ন তত ভেঙে গুড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হবে, এমনটা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বপ্ন যখন ভেঙে যায়, তখন তার প্রভাব বিভিন্ন ব্যক্তির উপর বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। যে ব্যক্তির স্বপ্ন ভেঙে যায় তাঁর হৃদয় দুঃখে পরিপূর্ণ অবশ্যই হয়। কারো চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, আবার কারো ছল ছল করে চোখেই রয়ে যায়, গড়িয়ে পড়ার সুযোগ হয় না।

ব্যক্তির উপর স্বয়ং-য়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। কেউ কেউ ভাঙা স্বপ্ন কে আঁকড়ে ধরে বাঁচে আবার কেউ কেউ ভাঙা স্বপ্নের সাথে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। স্বপ্নের নগরীতে রাজপ্রাসাদ সকলেই নির্মাণ করতে সক্ষম হতে পারবেই এমনটা নাও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি সে পারবে না বলে স্বপ্নটাই না দ্যাখে তাহলে জীবনে বড় হবার প্রয়াস করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই নির্মাণ যাঁরা করতে পারেন না ব্যর্থতা তাঁদের অবশ্যই ঘিরে ধরে। বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁরা জীবন ভর চেষ্টা করলেও সেই ব্যর্থতা থেকে সফলতায় পৌঁছাতে পারেন না। এক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তির সামর্থ্য কে দায়ী করলেই চলবে না। কারণ কিছু স্বপ্নের ধরনটাই এমন যা, ভেঙে গেলে আর কখনও জোড়া লাগে না। বেকার ছেলেটির প্রণয়ের ফুল মিলনের মালা হতে তখনই পারে না,যখনই মিলনে শর্ত হিসেবে চাপানো সরকারি চাকুরি টা না পায়। বাস্তবিক অর্থে সত্যি তো এটিই যে, সম্পর্কের মধ্যে যখনই শর্ত চাপানো হয় তখন তার মধ্যে যান্ত্রিকতা অবশ্যই দেখা দেবে। আর যান্ত্রিকতা দেখা দিলে সেটি ভঙ্গুর হবেই। এক্ষেত্রে বুদ্ধির অধিক প্রয়োগ ঘটলে সম্পর্কের মধ্যে সরলতা বলে বিশ্বাসের যে সুতো থাকে, সেটি উভয় দিক হতে টানাটানি করতে করতে একটা সময় আসবে, যখন তার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে ছিঁড়ে যাবে। সম্পর্কের বস্তার মুখ বাঁধা থাকে বিশ্বাসের সুতো দিয়েই। এই সুতোর শক্তি কতটা শক্ত হবে সেটা সব সময়েই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্থিতির উপরে। এই স্থিতি অনেকাংশেই নির্ভর করে সম্পর্কের প্রতি সম্মান বোধ এবং মানসিক চাহিদার উপরে। এই বোধ পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই সমান হবে, এমনটা নয়। আবার কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন যে ডাক্তার হবেন, কিন্তু অর্থের অভাবে বা পরিস্থিতির চাপে সেটা হতে পারলেন না। এক্ষেত্রে যেমন স্বপ্ন ভেঙে যায় তেমনি সমাজে নানা বিধ বিষয়ে শর্ত পূরণ না হয় তখন স্বপ্ন ধীরে ধীরে ব্যক্তির জীবন থেকে হারিয়ে যায়। তবে প্রথম থেকেই যদি দার্শনিক রাফাল ওয়ালাডো এমারসনের উক্তি মেনে চলা যায় তাতে মনের জোর অনেক খানি বেশি পাওয়া যাবে বলেই মনে হয়, " পথ যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই যেও না। যে দিকে কোনো পথ নেই, সেদিকে হাঁটো এবং নিজের চিহ্ন রেখে যাও।"

ডা. শামসুল হক

কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সেকাল একাল

আকাশ থেকে উড়ন্ত পাখির মতো নীচে নেমে আসা এবং মাটির বুকে দেহ ছুঁইয়ে একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া, সেইসময় সত্যিই একটা দর্শণীয় ব্যাপার ছিল বৈ কি। আর কলকাতার উৎসাহী মানুষজনকে সেই দৃশ্য উপভোগ করার তাগিদেই তখন কলকাতার শেষ প্রান্তে বেছে নেওয়া হয়েছিল বন জঙ্গলে ঘেরা মাঝারি আকারেরই একটা জায়গাকে। দেখতে দেখতে সেই স্থানটাই এখন বিশাল আকার নিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

সেটা ১৯২৪ সালের কথা। তারপর দেখতে দেখতে পার হয়ে গেছে অনেকগুলো বছর। এই বৎসর শতবর্ষের চৌকাঠও পার করে দিল বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেইসময়ের ছোট্ট সেই বিমান ক্ষেত্রটা অবশ্য এই নামেই পরিচিত ছিল না। স্থাপনের সময় তার পরিচিত নাম ছিল কলকাতা এরোড্রাম। ১৯২৪ সালের প্রথমের দিকে তার স্থাপনার পর সেই বছরেরই নভেম্বর মাসের ১৮ তারিখে সুদূর আমষ্ট্রারড্রাম থেকে একটা বিমান এসে নেমেছিল কলকাতার মাটিতে। সেইসময় কে . এল . এল বিমান সংস্থা ডাকোটা - ৩ নম্বর আমষ্ট্রারড্রাম - বাতভিয়া (বর্তমান নাম জাকার্তা) রুটের প্রতিনিধি হিসেবে অবতরণ করেছিল এখানে। তখন অবশ্য সেখানে ছিল না আলোর কোন ব্যবস্থাও। তাই রাতের সেই অতিথিকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জ্বালানো হয়েছিল গাছের শুকনো পাতা, ঘাস ইত্যাদি সামগ্রীকে শুকনো কাপড়ে জড়িয়ে তৈরি করা বিশেষ ধরণের মশালের সাহায্যে।

সত্যিই সেটা একটা ইতিহাসও বটে। সেদিনের সেই দুর্লভ দৃশ্যের সাক্ষী থাকা মানুষজনদের মধ্যে নিশ্চয়ই আজ আর কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে চরম বিস্ময়কর একটা স্মৃতিও। সেটা ভেবে আমরা সকলে ভীষণ পুলকিতও হয়ে উঠি। আবার ভাবতেও বসি আকাশ পাতাল অনেক কিছুই। প্রায় সাড়ে ষোলশ একর জমির উপর স্থাপিত আজকের এই ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দরের মোহময় সেই রূপটাকে দেখলে মনে পড়ে যায় তার অনেক পুরাতন ইতিহাসও। যেন একটা রূপকথারই গল্প। তাই পুরাতন সেই স্মৃতিটাকে রূপকথার কাল্পনিক একটা কাহিনী ভাবলেও ভুল হবে না।

দমদমের রয়্যাল আর্টিলারির পাশে অবস্থিত একটা খোলা মাঠকেই তখন বেছে নেওয়া হয়েছিল সমস্ত উড়ানের উপরে ওঠা বা নামারই জন্য। তার আগে ১৯২২ সালে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার ট্যানারি জ্যাকসন সাহেবের তৎপরতায় উদ্বোধন করা হয় ক্যালকাটা অ্যারোড্রাম বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের। তারপর তৈরি হয় কলকাতা এরোড্রাম। আর সেটাই হল কলকাতা বিমানবন্দরের পুরাতন নাম।

তারপর নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকে সেখানকার কাজকর্ম। ১৯৩০ সালে তাকে ব্যবহারের উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং সারা বছর ধরে চলতে থাকে বিমান ওঠানামার কাজ। পরে সেখানে অন্যান্য বিমান সংস্থাও বানিজ্যিক ভাবে সেটা ব্যবহার করতে শুরু করে। আর সেইসময় আকাশ থেকে একটা বিমান নামলে সেখানে যেমন বসে যেত মানুষের মেলা , ঠিক তেমনই ওঠার সময়ও জমে যেত ভীড় এবং তাঁদের সাধের সেই উড়ান আকাশে ডানা মেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করতেন।

তারপর বেশ চলছিল কলকাতা বিমানবন্দরের নিজস্ব দিনরাত্রি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বদলে যায় তার অবয়ব এবং বাড়তে থাকে তার গুরুতবও। ১৯৩৯ সালে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আর শেষ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে। অর্থাৎ টানা ছয় বছর ধরে চলেছিল সেই যুদ্ধ। ১৯৪২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি এয়ার ফোর্সের সপ্তম বোম্বারমেন্ট গ্রুপ বার্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায় নিয়েই এই বিমান বন্দরটা ব্যবহারের অনুমতি পায় এবং নিজের মতো করে ব্যবহার করতেও দেওয়া হয়েছিল। আর তারপরই গুরুত্ব বেড়ে যায় সেই বিমান ক্ষেত্রটিরও।

একটা সময় থেমে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও। অতএব সংগ্রাম থেমে গেলে বন্ধ হয়ে যায় যুদ্ধ বিমানের অনবরত আনাগোনাও। কিন্তু বন্ধ হয়ে যায়নি তার বানিজ্যিক কাজকর্ম। বরং সেটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে সেখানকার যাত্রীবাহী বিমান এবং সেইসঙ্গে যাত্রী সংখ্যাও।

সেইসময়ই আবার ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা লণ্ডন থেকে চালু করেন কলকাতা রুটের জেট চালিত বিমান। আর সেটাই হল বিশ্বের প্রথম জেট চালিত যাত্রী পরিবহনও। তারপর ১৯৬৪ সালে কলকাতা দিল্লি রুটে চালু হয় প্রথম ভারতীয় অন্তর্দেশীয় জেট পরিষেবাও।

নয়ের দশকে ভারতীয় বিমান পরিবহন শিল্পের জগতে জেট এয়ারওয়েজ এবং এয়ার সাহারার মতো প্রথম সারির বিমান সংস্থাগুলো বিমান পরিষেবা চালু করলে কলকাতা বিমানবন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায় আরও বহুগুণ। পাশাপাশি বাড়তে থাকে যাত্রী সংখ্যা এবং অতি অবশ্যই তারপর বাড়তে থাকে তার বানিজ্যিক গুরুতবও।

একশো বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৪ সালে উদ্বোধনের সময় এই বিমানবন্দরের পরিচিত নামটি ছিল কলকাতা এরোড্রাম। পরে সেটার নামকরণ হয় কলকাতা বিমানবন্দর। ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানার্থে তার নতুন নামকরণ হয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। সেটাও আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় তো নিঃশ্চয়ই।

ঐতিহ্যবাহী সেই বিমানবন্দর অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অতিক্রম করেছে শতবর্ষের চৌকাঠও। সেই ঘটনাও আমাদের ভীষণভাবে পুলকিত করেছে । আবার আগামী দিনে আমাদের সাধের সেই উড়ান ক্ষেত্রে নতুন নতুন আরও কত চমক দেখাবে সেটা দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষাও করব আমরা।

ধ্যান ধ্যান খেলা

শংকর সাহা

সেদিন স্কুল থেকে ফিরেই হারু মা মা বলে ডাকতে ডাকতে সোজা সিঁড়ি বেয়ে রান্না ঘরে আসে। তার মনে আজ অনেক প্রশ্ন! যার উত্তরগুলো সে তার মার কাছ থেকে চেয়ে নেবে। হারু মহিতোষ বাবুর একমাত্র নাতি। হারুকে নিয়ে বাড়ির সবার অনেক স্বপ্ন। তার কৌতূহলী মন যে প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার করে। বরাবরই লেখাপড়ায় সে ভালো। শুধু লেখাপড়া না খেলাধুলা থেকে শুরু করে স্কুলের সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেন একটিই নাম হারু। বয়সে ছোটো হলেও বুদ্ধিতে যেন বড়দেরও হারিয়ে দেয় সে। আজ স্কুলে ফটিক স্যর তাদের স্বামী বিবেকানন্দের গল্প শুনিয়েছেন। শৈশবে স্বামীজি কিভাবে ধ্যান ধ্যান খেলতেন, কিভাবে তিনি নরেন, বিলে থেকে স্বামীজি হয়েছিলেন এইসব। রান্না ঘরে গিয়ে হারু মাকে জিজ্ঞাসা করে, ' আচ্ছা মা, ধ্যান কী গো? ধ্যান করলে কি ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায়? '

'কোথায় শুনলি এগুলো হারু?'

'আজ ফটিক স্যর ক্লাসে বলেছেন স্বামীজিও ছোটোবেলায় ধ্যান ধ্যান খেলতেন। ধ্যান কিভাবে করে মা?'

'দেখো ছেলের কান্ড? এখনই শুনতে হবে? হাতমুখ ধুয়ে আয় খেতে দেবো? পরে বিকেলে তোকে বলবো ধ্যান কিভাবে করতে হয়?' হারু স্কুলের ব্যাগ রেখে হাতমুখ ধুয়ে আসে। তার মাথায় শুধু ঘুরছে সেই একই প্রশ্ন, ধ্যান ধ্যান খেলা কী?'

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসে। শীতের বিকেলে পড়ন্ত রোদের আভা যেন জানালার কাঁচ দিয়ে ঘরে উঁকি দেয়। মায়ের পাশে বসে হারুর আবারও সেই একই প্রশ্ন, ' মা, ধ্যান ধ্যান খেলা কী?'

অণুগল্প

হারুর দিকে চেয়ে বলেন, 'স্বামীজি ছোটো বেলায় বন্ধুদের সাথে ধ্যান ধ্যান খেলেছিলেন। ধ্যানে মনটিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিবিষ্ট করতে হয়। ধ্যানে ডুবে থাকলে বাইরের কোলাহল বা শব্দ কিছুই কানে আসেনা তখন। '

হারু মন দিয়ে মার সব কথা শোনে। প্রতিদিনের মতো সেইদিনও হারু রাতে পড়াশোনা করে খেয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে স্কুল থাকে তাই তাড়াতাড়ি উঠতে হয় তাকে।

পৌষের সকাল। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় ছয়টা ছুঁই ছুঁই। মা হারু হারু বলে ডাকতে থাকেন। হারুর দেখা নেই। এদিকে স্কুলের সময় হয়ে আসছে। কিন্তু বাড়ির কোনো ঘরেই হারুর সাড়া পাওয়া যায়না। বাড়ির সবাই তাকে খুঁজতে থাকেন। এমন সময়ে রান্নার মেয়েটি হাফাতে হাফাতে এসে বলে, ' কাকিমা হারুকে দেখলাম ছাদে একমনে বসে কি যেন করছে?'

সবাই ছুটে যায় ছাদে।

হারু তখন ধ্যানে মগ্ন।কারো ডাক তার যেন কানে পৌঁছোয়নি।

মা কাছে গিয়ে হারুকে ডাকলেও কোনো সাড়া মেলেনা। হারুর গায়ে হাত দিয়ে ডেকে বলেন,

'হারু, কিরে বাবা...'

হারুর তখন ধ্যান ভাঙে। মার দিকে চেয়ে বলে, 'মা, আমি ধ্যান করছিলাম। তুমি কাল বলেছিলেনা একভাবে মনটিকে নিয়ে যেতে। আমি করতে পেরেছি মা! '

ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মিনতি দেবী বলেন, ' বিবেকানন্দের আদর্শগুলো মেনে চলিস হারু। ওনি যে আদর্শ মহাপুরুষ! '

মহিতোষবাবু নাতির কান্ড দেখে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ে। আজ

যুগ প্রবর্তক

ফাহীম আখতার মুস্তাফা নাদবী

মহা বীর! ওগো বীর!
তব নাম শুনে পৃথিবী আজো
ঝুকায় আপন শির।
তব আহ্বান শুনে জেগেছিল জাতি।
আরব,আজম সবে পেয়েছিল দিশা
নিশীতে দ্বীপের ভাতি।
তুমি চেতনা, তুমি উন্মেষ।
তুমি প্রহরীর বেশে দ্বারে দ্বারে এসে
মানবে দিয়েছো নব সন্দেশ।
তুমি ঘূর্ণি, তুমি ঝঞ্জা।
তুমি সমাজের মাঝে বেড়ে ওঠা যত
বাতিলের সাথে লড় পাঞ্জা।
তুমি এযুগের মহাপ্লাবন।
তুমি তুফানের গতি, বয়ে যাওয়া হেথা
নব চেতনার মহা সাইক্লোন।
ওগো ঐশী বাণীর মহা বাহন।
পদ চিন তব রাখিয়াছো যেথা
আনিয়াছো নব উন্মীলন।
ওহে রাসূলের স্বীয় নন্দন।
বহে গাতে তোমার হাসানের খুন
বুকে হোসেনের নামে স্পন্দন।
তুমি বিদ্যার মহাপ্রভাকর।
নিশীথে দীপ্তি ছড়ায়েছ ভবে
মহাজগতের নব শশীকর।
আজি প্রভাতের ভাতি আসিয়াছে সেথা।
কভু দ্বীন-ইসলাম বাতি জ্বলেনিকো যেথা।
তুমি কান্ডারী ,তুমি মাল্লা।
তরাতে জাতির ভরাডুবি তরী
তুফানের সাথে দাও পাল্লা।
তব তারিফের নাহি অন্ত।
সেরা চরিতের তুমি দুর্লভ দৃষ্টান্ত।
শান্তির বাণী প্রচারে ভুবনে।
সদা বাজিরে লাগাম দিয়াছ গমনে
অবিরাম অবিশ্রান্ত!
ওহে ধ্বজাধারী বীর
তুমি হওনিকো কভু ক্ষ্যান্ত।
ওহে বীর! মহা বীর !
চিরহিম হিমাদ্রির।
মহা উৎকট মহা শিখরীর।
চির অক্ষয় তোমা কিরতির ।
তব আত্মার লাগি প্রার্থনা করি
চির কল্যান,চির শান্তির।
সতত অমর রহো।
শত-শতকের সালাম লহ।
এ বিশ্ব বিধাত্রীর।
ওগো বীর!

ছড়া-ছড়ি

সমাজের দর্পণ

আব্দুল সামাদ সেখ

সমাজের দর্পণ যারা,
যোগ্যতার প্রমাণ দিতে
আজ রাস্তায় তারা।
যে দর্পণে আমরা প্রতিচ্ছবি দেখি,
সে দর্পণে আজ আবর্জন ভরা।
যে পেশাতে হয় মানুষ গড়া,
সে পেশা আজ সর্বহারা।
দিচ্ছে না তো কারোর বিবেকে নাড়া,
তাদের সন্তান বিদেশে গড়া।
তোমার আমার যত খরা,
আজ যদি তুমি না দাও মাথা নাড়া,
তোমার ভবিষ্যত প্রজন্ম হবে ভেড়া।
তোমার আমার বিবেক হোক উন্মুক্ত
রাজা উলঙ্গ, সমাজ চালাচ্ছে কারা?

দেখা হবে

মিরাজুল সেখ

আর কতটা পথ পাড়ি দিলে
কত টা পাহাড় ডিঙিয়ে
সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে দিলে
দেখা হবে ?
আর কতটা প্রহর কাটলে
কতটা শীত ফুরিয়ে বসন্ত এলে
কৃষ্ণচূড়ার গাছে ফুল ফুটে ঝরলে
দেখা হবে? -
হয়তো পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে
ধূসর হলে,
রাতের আকাশে তারাদের আলোয়
আমাদের দেখা হবে।

গাঁদা ফুল

সাঈদুর রহমান

গাঁদা ফুলে জল পড়েছে
হলুদ গাঁদা এক ফুল,
একটুখানি ছোঁয়া দিলে
লাগে দারুণ তুলতুল।
শীতের দিনে ভর কুয়াশায়
হলুদ রঙ দেয় উঁকি,
গাঁদা ফুলের মালা গাঁথে
ছোট ছোট খুকি।
তুলতুলে ফুলের মধ্যে
সোনা সোনা আলো,
গাঁদা ফুলে মধুর হাসি
লাগে অনেক ভালো।
গাঁদা ফুলের গল্প বলি
মালা পরার আশা
হলুদ গাঁদা শুভ্রতা এক
মনে ভালোবাসা।

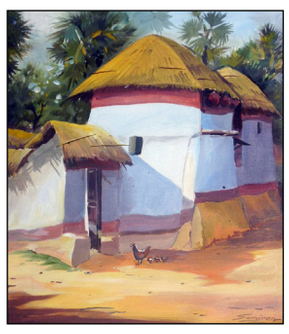

'তোমার যেটুকু ইচ্ছে'

এম এ জিন্নাহ

ইচ্ছে হলে থাকতে পারো
কথার ভাঁজে মিশে ;
ইচ্ছে হলে মারতে মারো
প্রেম পরশের বিষে ।
এই-যে তোমায় ভালোবেসে
সব গিয়েছি ভুলে ;
ইচ্ছে হলে রাখতে পারো
গেঁথে তোমার চুলে।
তুমিহীনে শূন্য আমি
শূন্যে চলি ভেসে ;
ইচ্ছে হলে নিতে পারো
আমায় নিরুদ্দেশে ।
তোমায় নিয়ে স্বপ্নবুনি
জ্যোৎস্নার আলো জ্বেলে ;
ইচ্ছে হলে জড়িয়ে থেকো
ভালোবাসা ঢেলে।

কেমন করে যাচ্ছে মাগো

গোপা সোম

কেমন করে যাচ্ছে মাগো, জলে, স্থলে, আসমানে,
হাজার হাজার যান কেবলই, ছুটছে অজানা টানে!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, মস্ত বড় গাড়ী,
বোঝাই করা জিনিস নিয়ে, দিচ্ছে দূরে পাড়ি!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, যাত্রী বোঝাই বাস,
হেলে দুলে, যাচ্ছে কেমন, ছাড়ে যে নাভিশ্বাস!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, লাইনে রেল গাড়ী,
ট্রাম চলছে, লাইন ধরে, টিকি বাঁধা তারি!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, নিয়ে খড়ের বোঝা,
ক্যাঁচর ক্যাঁচর গরুর গাড়ী, যাচ্ছে কেমন সোজা!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, জাহাজ জলে ভাসি,
দেশ দেশান্তর ঘুরছে শুধু, নিয়ে পণ্য রাশি!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, ছোটো ডিঙ্গি খানি,
উথাল পাথাল করছে কেমন! জোয়ার ভাঁটায় টানি!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, বজরা দুলে দুলে,
জলবিহারে যাচ্ছে সবে, দিয়েছে পাল তুলে!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, ওই হেলিকপ্টার,
মাথার পরে, বনবনিয়ে ঘুরছে পাখা যে তার!!
কেমন করে যাচ্ছে মাগো, উড়ো জাহাজ শূন্যে,
ভেবে ভেবে, পাই না কূল, হচ্ছি শুধু হন্যে!!

টুপটাপ কুয়াশায়

সোমা মুৎসুদ্দী

টুপটাপ কুয়াশায় স্মৃতি খুঁজে ফিরি
তার সাথে হিম হিম হাওয়া ঝিরিঝিরি।
আমাদের ছেলেবেলা কেটেছে দারুণ
কোথায় কেমন আছে বন্ধু হারুন।
শীতকালে আমাদের খেলা হতো মাঠে
হাটুরেরা দলে দলে যেতো হাটে, হাটে।
মায়ের হাতের সেই নানা পিঠাপুলি
সেই স্বাদ, মনে পড়ে খুলি স্মৃতি ঝুলি।
চাদর বা সোয়েটার গায়ে দিলে উম
রাত্রির কম্বলে হতো ভালো ঘুম।
চাল, ডাল মাছে হতো চড়ুইভাতি
হারিয়ে ফেলেছি আজ শৈশব সাথি।
মামাবাড়ি যাওয়া হতো পার হয়ে নদী
শীতকালে শৈশব পাওয়া যেতো যদি।
পাবোনা পাবোনা আর সেই শৈশব
কানামাছি, ডাংগুলি আর কলরব।

আইএসএল ডার্বিতে ফের জয়ী হল মোহনবাগান

আপনজন ডেস্ক: আইএসএল ডার্বিতে ফের জয়ী হল মোহনবাগান। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ইস্টবেঙ্গল। এক গোলে জিতলেও ইস্টবেঙ্গলকে দ্বিতীয়ার্ধে দশজনে পেলেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও ম্যাচের ফল মোহনবাগানের পক্ষেই। তবে ন্যায্য পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ করেছে ইস্টবেঙ্গল।
গঙ্গাসাগর মেলার কারণে নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না, জানিয়ে দিয়েছিল বিধাননগর পুলিশ। সে কারণেই শেষ মুহূর্তে বড় ম্যাচ সরানো হয় গুয়াহাটিতে। ধারে ভারে সব দিক থেকেই এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। এই ম্যাচের আগে আইএসএলে ৯ বার মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে আটবারই জিতেছিল মোহনবাগান। একটি ম্যাচ ড্র হয়েছিল। আইএসএলে দশম সাক্ষাতে নবম জয় সবুজ মেরুনের। একাধিক চোট আঘাতের কারণে কার্যত মিনি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল। বড় ম্যাচেও যে এর প্রভাব পড়ত, বলার অপেক্ষা রাখে না। তার মধ্যে মোহনবাগান টেবল টপার। ধারাবাহিক ভালো খেলছে। এ দিনও ম্যাচ শুরুর ২ মিনিটের মধ্যেই সবুজ মেরুনকে এগিয়ে দেন জেমি ম্যাকলারেন। আশিস রাইয়ের থ্রু বল ধরে গোল অজি ফুটবলার জেমির। ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সও সামাল দিতে পারেনি। লালচুংনুঙ্গা, হিজাজি মাহের, হেক্টর ইউস্তেকে স্টপারের ভূমিকায় নামালেও, কাজের কাজ হয়নি। ম্যাচের ২ মিনিটে যে গোল ইস্টবেঙ্গল খেয়েছে, সে ক্ষেত্রেও ইয়ুস্তের ভুল। আশিস রাইয়ের পাস পায়ে লাগাতে পারেননি হিজাজি মাহের। ম্যাকলারেন ঠিক জায়গায় ছিলেন। হেক্টর ইয়ুস্তেকে টপকে ঠান্ডা মাথায় প্রথম পোস্টে প্রভসুকান গিলকে গোল দেন তিনি। সৌভিক চক্রবর্তী দুইবার হলুদ কার্ড দেখে পরিস্থিতি আরও জটিল করে দেন। শেষদিকে আক্রমণে লোক বাড়ানোর পরিবর্তে এক ফুটবলারের কম খেলা সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয় ইস্টবেঙ্গলের। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে এগোচ্ছিলেন লিস্টন। সৌভিক ছাড়া কোনও লাল-হলুদ ডিফেন্ডার তাঁর সামনে ছিলেন না। বাধ্য হয়ে ট্যাকল করতে গিয়ে ফাউল করেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলার। ৬৪ মিনিটে ১০ জনে পরিণত হয় ইস্টবেঙ্গল। জয়ের ব্যবধান মোহনবাগানের পক্ষে আরও বেশি হতে পারে এমন পরিস্থিতিই ছিল। যদিও বাকি সময়টুকু সামলে দেয় ইস্টবেঙ্গল। জেমির একমাত্র গোলেই জয় মোহনবাগানের। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

১৪ মাস পর ভারতীয় দলে ফিরলেন শামি

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ অপেক্ষার পর ভারত দলে ফিরলেন মোহাম্মদ শামি। ঘরের মাঠে ২২ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে ৩৪ বছর বয়সী এই বোলারকে রেখেছেন ভারতের নির্বাচকেরা। ২০২৩ সালের নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর ভারতের হয়ে খেলেননি শামি। বিশ্বকাপের পর অ্যাঙ্কেলের অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন। ভুগেছেন হাঁটুর সমস্যায়ও। চোটে পড়ে মাঠের বাইরে ছিটকে যাওয়ার আগে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ (২৪) উইকেটশিকারি ছিলেন শামি। সূর্যকুমার যাদবকে অধিনায়ক রেখে টি-টোয়েন্টির দল দিলেও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেনি ভারত। এমনকি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য ১৫ সদস্যের প্রাথমিক দলও দেয়নি তারা। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির প্রাথমিক দল দেওয়ার শেষ সময় আগামীকাল। ভারতের সংবাদমাধ্যমে অবশ্য খবর এসেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল দিতে দেরি হবে ভারতের। এর জন্য তারা আইসিসির কাছে সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে।
টি-টোয়েন্টি সিরিজের ১৫ সদস্যের দলে চোটের কারণে নেই যশপ্রীত বুমরা। দলে নেই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্তও। তাঁর সঙ্গে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে যশস্বী জয়সোয়াল ও শুবমান গিলকেও। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টির দলে আছেন দুই উইকেটকিপার-সঞ্জু স্যামসন ও ধ্রুব জুরেল। কাঁধের চোটের কারণে দলে নেই ব্যাটিং অলরাউন্ডার রিয়ান পরাগ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে গত বছরের নভেম্বরে ৩-১ ব্যবধানে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জেতা ভারত দল থেকে বাদ পড়েছেন রামনদীপ সিং, জিতেশ শর্মা, আবেশ খান, যশ দয়াল ও বিজয়কুমার ভাইসাক। তাঁদের জায়গায় দলে এসেছেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, হরষিত রানা, ধ্রুব জুরেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর।
ভারতের হয়ে না খেললেও গত বছরের নভেম্বরে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছেন শামি। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে বাংলার হয়ে ৯টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সব কটিই খেলেছেন। ৭.৮৫ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার হয়ে ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলেছেন মাত্র তিনটি, ২৫.৮০ গড়ে নিয়েছেন ৫ উইকেট। গত মাসে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির সময় ভারতের টেস্ট দলে ডাক পাওয়ার আলোচনায় ছিলেন শামি। তবে তাঁর ফিটনেস সম্পর্কে ধারণা পেতে সময় নিয়েছে নির্বাচক কমিটি।

কাসিমভের বিশ্বমানের গোলে মহামেডানের মধুর প্রতিশোধ

মোস্তাফিজুর রহমান ● বেঙ্গালুরু

মহামেডান-১ (কাসিমভ)
ব্যাঙ্গালুরু-০

আপনজন: মির্জালল কুশাকোভিচ কাসিমভ! উজবেকিস্তানের ছোটখাটো চেহারার এই ফুটবলারটি নায়কের আসনে।বর্তমানে মহামেডান সমর্থকদের হৃদয় আসনে একচ্ছত্র বিচরণ এই মিডফিল্ডারের।
ম্যাচের বয়স তখন ৮৮ মিনিট। মহামেডান সমর্থকরা আরও একটা ড্রয়ের জন্য প্রতীক্ষারত। কেননা যে ব্যাঙ্গালুরু মহামেডানের ঘরের মাঠে মহামেডানকে হারিয়ে গিয়েছিল,যে মহামেডান জিততে ভুলে গিয়েছিল,যে মহামেডানে গোল করার কেউ নেই;সেই মহামেডান অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট আনতে পারলেই সমর্থকরা জয়ের আনন্দে বিভোর হতেন বলাই বাহুল্য। কিন্তু কাসিমভ হয়তো অন্য স্বপ্ন দেখছিলেন এবং তার বাস্তবায়নও করে দেখালেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ব্যাঙ্গালুরু বক্সের বাইরে ফ্রাঙ্কাকে অবৈধভাবে বাঁধা দিলে ফ্রিকিক পায় মহামেডান। তারপরেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ঝলসে ওঠে কাসিমভের পা।উড়ে গিয়েও বলের নাগাল পেলেন না ভারতের জাতীয় দলের গোলরক্ষক।হয়তো বুঁফো,ক্যাসিয়াসরাও পরাস্ত হতেন। তাই সম্পন্ন হল ঘরের মাঠে হারের বদলা। তবে, অস্বীকার করা যাবে না মহামেডানের রক সলিড ডিফেন্সের অবদানও। ফ্রেঞ্চ ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের নেতৃত্বে দুরন্ত খেলেন সাদাকালো ডিফেন্স। ফলস্বরূপ ম্যান অফ দ্য ম্যাচও তিনি।

চ্যাপম্যানে লজ্জা এড়াল নিউজিল্যান্ড, মরা ম্যাচে বড় জয় শ্রীলঙ্কার

আপনজন ডেস্ক: ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় হার কত রানের, দলটির সর্বনিম্ন স্কোরই বা কত—এ সব নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গিয়েছিল! ২৯১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে কোনো দল ২১ রানে ৫ উইকেট হারালে সেটিই হওয়ার কথা। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে আজ শেষ পর্যন্ত রেকর্ড হয়নি। সিরিজের শেষ ম্যাচে ১৫০ রানে অলআউট হয়ে নিউজিল্যান্ড হেরেছে ১৪০ রানে। ওয়ানডেতে এর চেয়েও বেশি রানে ১৭টি ম্যাচ হেরেছে কিউইরা। তবে শ্রীলঙ্কার কাছে এর চেয়ে বেশি ব্যবধানে মাত্র একবারই হেরেছে দলটি।
১৮৯ রানের সেই হারটি ২০০৭ সালে এই অকল্যান্ডেই। সে দিন সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে ২৬২ রান তাড়া করতে নেমে ৭৩ রানে অলআউট হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। ওয়ানডেতে যেটি তাঁদের ঘরের মাঠে সর্বনিম্ন ও সব মিলিয়ে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর। প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই নিউজিল্যান্ড সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। তাই আজকের ম্যাচটি ছিল দলটির জন্য নিছকই আনুষ্ঠানিকতার। সেই ম্যাচে লজ্জার হাত থেকে বাঁচায় স্যান্টনারের অবদান মাত্র ২ রান। স্যান্টনারের বিদায়ের পর নাথান স্মিথকে নিয়ে ৫১ রানের জুটি গড়েন চ্যাপম্যান। ১৭ রান করা স্মিথের পর নামা ম্যাচ হেনরি ৬ বলে করেন ১২ রান। শ্রীলঙ্কার তিন বোলার আসিতা ফার্নান্ডো, মহীশ তিকশানা ও ঈশান মালিঙ্কা ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন। তবে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ৫ উইকেটের ৩টিই তুলে নেওয়া পেসার আসিতার হাতেই উঠেছে ম্যাচসেরার পুরস্কার। এর আগে ৮ উইকেটে ২৯০ রান তোলে শ্রীলঙ্কা। ৪২ বলে সর্বোচ্চ ৬৬ রান করেছেন পাতুম নিশাঙ্কা। ৫টি ছক্কা ও ৬টি চার মেরেছেন এই ওপেনার। এ ছাড়া ফিফটি পেয়েছেন কুশল মেন্ডিস (৪৮ বলে ৫৪) ও জানিত লিয়ানাগে (৫২ বলে ৫৩)। ৪ রানের জন্য ফিফটি পাননি কামিন্দু মেন্ডিস।
নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি ৫৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হেনরি।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ২৯০/৮ (নিশাঙ্কা ৬৬, কুশল মেন্ডিস ৫৪, লিয়ানাগে ৫৩, কামিন্দু মেন্ডিস ৪৬; হেনরি ৪/৫৫, স্যান্টনার ২/৫৫)।
নিউজিল্যান্ড: ২৯.৪ ওভারে ১৫০ (চ্যাপম্যান ৮১, স্মিথ ১৭; আসিতা ৩/২৬, তিকশানা ৩/৩৫, মালিঙ্কা ৩/৩৫)।
ফল: শ্রীলঙ্কা ১৪০ রানে জয়ী।
সিরিজ: ৩-ম্যাচ সিরিজে নিউজিল্যান্ড ২-১ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: আসিতা ফার্নান্ডো
ম্যান অব দ্য সিরিজ: ম্যাট হেনরি।

১২২ কোটি টাকায় ক্লাবের মালিক হতে চান ভিনিসিয়ুস

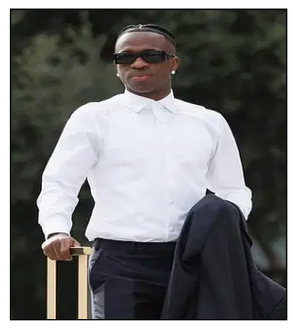

আপনজন ডেস্ক: ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বয়স মাত্র ২৪ বছর। ক্যারিয়ারের প্রায় পুরোটাই এখন তাঁর সামনে পড়ে আছে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলিয়ান তারকা এ বয়সেই সম্ভবত ভবিষ্যতের পথরেখা ঠিক করে ফেলেছেন। ক্লাবের মালিক হতে চান।
ইএসপিএনকে একটি সূত্র জানিয়েছে, পর্তুগালে দ্বিতীয় বিভাগ ফুটবলের একটি ক্লাব কেনার কথা ভাবছেন ভিনিসিয়ুস। পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগে ১৮টি ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানিয়েছে, এর মধ্যে একটি ক্লাব কিনতে আলোচনা শুরু করেছেন ভিনিসিয়ুস। তাঁর এই প্রচেষ্টায় একটি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান পাশে আছে।
স্পেনের রেডিও স্টেশন কাদেনা কোপের সাংবাদিক রবার্তো আন্তোলিন ভিনিসিয়ুসের ক্লাব কিনতে আলোচনা শুরুর খবর প্রথম প্রকাশ করেন।
স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনাল খেলতে ভিনিসিয়ুস এখন রিয়ালের সঙ্গে সৌদি আরবে। সেমিফাইনালে মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে রিয়াল। জেদ্দায় আগামীকাল রাত একটায় ফাইনালে বার্সেলোনার মুখোমুখি হবে রিয়াল। ইএসপিএন জানিয়েছে, ব্যবসায়িক চিন্তাভাবনায় বৈচিত্র্য আনতে অবসর-পরবর্তী জীবন মাথায় রেখে ক্লাব কেনার কথা ভাবছেন ভিনি। তবে গ্লোবো জানিয়েছে, এখনো কোনো কিছুই চূড়ান্ত হয়নি।
ভিনিসিয়ুস ঠিক কোন ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন, সেটাও নিশ্চিত করে জানা যায়নি।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আলভেরকা ক্লাব কেনার বিষয়ে সম্ভবত দর-কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছেন ভিনি। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের উপকণ্ঠে অবস্থিত আলভেরকা দো রিবাতেয়ো শহরে অবস্থিত ক্লাবটি। পর্তুগালের দ্বিতীয় বিভাগ লিগ টেবিলের এখন আটে রয়েছে আলভেরকা। পর্তুগালের সংবাদমাধ্যম 'রেকর্ড'-এর সূত্র ধরে এই খবর জানিয়েছে ফোর্বস। পর্তুগিজ সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, দুই পক্ষের চুক্তি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ক্লাবটি কিনতে ভিনি নাকি ১ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার ডলারের (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা) প্রস্তাব রেখেছেন আলোচনার টেবিলে। ফোর্বসের হিসাবে এ বছর ৫ কোটি ৫০ লাখ ডলার আয় করবেন ভিনি। বেতন হিসেবে পাবেন ৪ কোটি ডলার এবং তার পাশাপাশি আরও দেড় কোটি ডলার পাবেন বিভিন্ন স্পনসর চুক্তি থেকে। ২০২৪ সালে ফোর্বসের সর্বোচ্চ আয় করা ফুটবল তারকাদের মধ্যে সাতে ছিলেন ভিনি।
গ্যাটোরেড, পেপসি, ইউনিলিভারের সঙ্গে ভিনির ব্যক্তিগত কিছু স্পনসর আছে। এ ছাড়া ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকির সঙ্গে ২০২৮ সাল পর্যন্ত চুক্তি আছে তাঁর। এবারের ফিফা 'বেস্ট'জয়ী ভিনি আইনি লড়াইয়ের পর নাইকির সঙ্গে নতুন এক চুক্তি করেছেন, যার অধীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যতম হাই-প্রোফাইল তারকাও তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের বিনোদন প্রতিষ্ঠান রক নেশন ভিনিসিয়ুসের এজেন্ট। এনবিএ এবং এনএফএলের মতো অন্যান্য খেলার ভুবনের তারকাদের সঙ্গেও ভালো যোগাযোগ রয়েছে তাঁর। ব্রাজিলে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ইনস্টিটিউট নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে ভিনির। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন সেবামূলক খাতে তিনি বিনিয়োগ করেন।

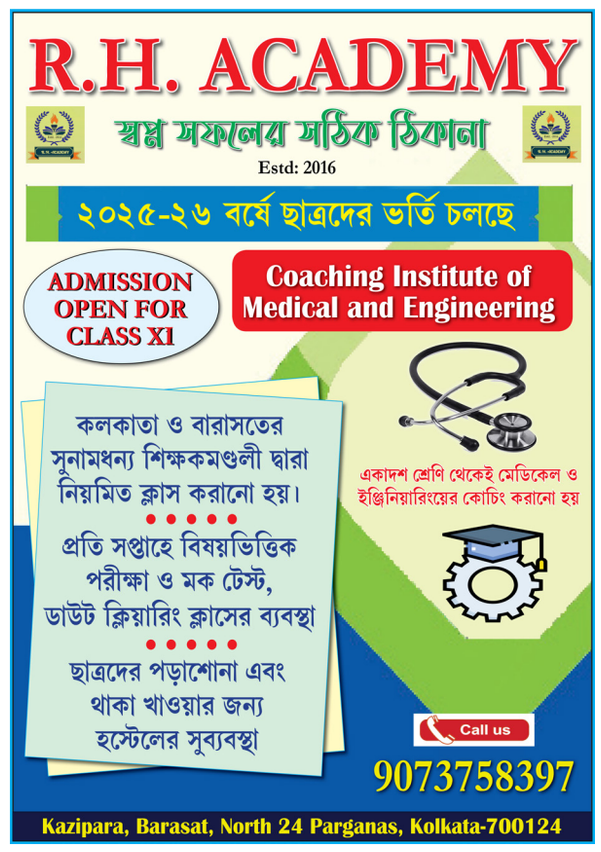

যন্ত্রণা মুক্তির ত্রাতার ভূমিকায় মহেশতলার পুলিশ

মতিয়ার রহমান ● মহেশতলা

আপনজন: একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বদান্যতায় মানব সভ্যতার চোখ ধাঁধানো অগ্রগতি একদিকে যেমন অনস্বীকার্য তেমনি চাঁদের বুকে কলঙ্কের ন্যায় মাদকদ্রব্যের মতো মারন নেশার ছোবল, নারী পাচার, বাল্যবিবাহ, রাফ ড্রাইভিং, চায়না মানজার ব্যবহারে ফলে পথচারীদের দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর মতো নানাবিধ সমস্যা এবং সামাজিক ব্যাধি সভ্যতার যাত্রাপথে আজও কন্টক স্বরূপ। এই সকল জ্বলন্ত সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় অনশনে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অন্তর্গত মহেশতলা থানার উদ্যোগে শনিবার বাটা মোড় -এ "গো কাট্টা" নামে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে ম্যারাথন দৌড়, ঘুড়ি উৎসব এবং বেশ কয়েকটি পথনাটিকা সংগঠিত হয়। আকড়া হাই মাদ্রাসার উদ্যোগে ড্রাগের বিরুদ্ধে পথনাটিকা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার অম্লান কুসুম ঘোষ, এসপি রাহুল গোস্বামী, ডিএসপি কামরুজ্জামান মোল্লা, মহেশতলা থানার আইসি তাপস সিংহ, মহেশতলা পৌরসভার বেশ কয়েকজন কাউন্সিলার, প্রখ্যাত খেলোয়াড়, ক্লাব কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা। এসপি রাহুল গোস্বামী "গো কাট্টা" বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন যে এর মধ্য দিয়ে আমরা সাধারন মানুষকে এই বার্তা দিতে চাইছি যে আমরা যেমন বাঁচা এবং জীবন যুদ্ধের জন্য দৌড়াই, ঘুড়ি ও তেমন আকাশের দিকে ছুটে যায়, ঠিক একইভাবে মানব সভ্যতা ও সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। চায়না মানজা ব্যবহার করার ফলে বহু দুর্ঘটনা ঘটছে তাই আমরা এমন কিছু ব্যবহার করব না বা আমরা এমন কিছু কাজ করব না যাতে আমার দ্বারা অন্যের এবং গোটা সমাজেরক্ষতি সাধন হয়। মহেশতলা থানার আইসি তাপস সিংহ বলেন যুব সমাজই জাতির শিরদাঁড়া। যুব সমাজের অবক্ষয়ের পেছনে কখনোই মাদক নয়, আজকের নৈতিক অবক্ষয় পারিবারিক অসচেতনতার কারণে অবক্ষয় ঘটেছে এবং সেই অবক্ষয় তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মাদকের মতো সর্বনাশ অন্ধকার জগতের দিকে দিকে। তাই যখনই সুশিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, মূল্যবোধের শিক্ষা ,পারিবারিক অসচেতনতা অভাব হচ্ছে ঠিক তখনই নৈতিক অবক্ষয় ঘটছে এবং ঠিক তখনই আজকের এই তাজা তরুণ-তরুণীরা এই নানাবিধ সামাজিক ব্যাধির শিকার হচ্ছে তাই জনসচেতনতা বাড়িয়ে এই সামাজিক ব্যাধি গুলোকে আমাদের যে কোন মূল্যে রোধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বছরের জন্য বোলিং নিষেধাজ্ঞায় সাকিব

আপনজন ডেস্ক: গুঞ্জনই সত্যি হলো। দ্বিতীয়বার বোলিং অ্যাকশন পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব আল হাসান। এ জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বছরের জন্য বোলিং নিষেধাজ্ঞায় পড়তে যাচ্ছেন তিনি। ইংল্যান্ডে প্রথম পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পর সাকিব আল হাসান ভারতের চেন্নাইয়ে দেওয়া দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও সফল হতে পারেননি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় দলের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের ওপর ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) অধীন প্রতিযোগিতায় বোলিং করার নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। গত মাসে ভারতের চেন্নাইয়ে শ্রী রামচন্দ্র স্পোর্টস সায়েন্স সেন্টারে পুনর্মূল্যায়নের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর সারের হয়ে কাউন্টি খেলতে গিয়ে সাকিবের বোলিং অ্যাকশন সন্দেহজনক হিসেবে রিপোর্ট করা হয়েছিল। এরপর দুই মাস পর জানা যায়, সাকিব লাফবারো বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে প্রথম পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। গত ২১ ডিসেম্বর চেন্নাইতে দ্বিতীয় পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন সাকিব। এদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) সাকিবের এই পরীক্ষার ফলের ওপর নির্ভরশীল ছিল, বিশেষ করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে তার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। কারণ ১২ জানুয়ারির মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দল ঘোষণা করতে হবে। বর্তমানে, সাকিব শুধু বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে বোলিং করতে পারবেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে না। তবে তাকে ব্যাটার হিসেবে খেলার সুযোগ দেওয়া হবে। ক্রিকেট অপারেশন্স ম্যানেজার শাহরিয়ার নাফীস গত বুধবার বলেছিলেন, 'ফল ৫ জানুয়ারিতে আসার কথা ছিল, তবে নতুন বছর ও বড়দিনের ছুটির কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**